নাগরিক সংস্থাগুলোর জন্য নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি করার বিশ্বজনীন নীতিমালার ঘোষণাপত্র

এবং

নির্দলীয় নাগরিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও মনিটরদের জন্য আচরণবিধি

৩ এপ্রিল, ২০১২ সালে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘে উদ্বোধন

উদ্যোক্তা: গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব ডোমেস্টিক ইলেকশন মনিটরস (জিএনডিইএম)

.....

নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি করার বিশ্বজনীননীতিমালার ঘোষণাপত্র এবং নির্দলীয় নাগরিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও মনিটরদের জন্য আচরণবিধি

৩ এপ্রিল, ২০১২ সালে নিউ ইয়র্কে
জাতিসংঘে উদ্বোধন

এই ঘোষণাপত্র পাঁচটি মহাদেশের ৬৫টিরও বেশি দেশের দেড় শতাধিক নির্দলীয় নির্বাচন নজরদারি সংস্থা অনুমোদন করেছে। নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের বিশ্বজনীন ও আঞ্চলিক নেটওয়ার্কগুলোও এই ঘোষণাপত্র অনুমোদন করেছে। এইসব নেটওয়ার্ক গণতান্ত্রিক নির্বাচন, এতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও সাড়া দেওয়া এবং খোলামেলা গণতান্ত্রিক শাসনকে এগিয়ে নিতে অবদান রাখে। এছাড়াও ১০টি আন্র্জাতিক সংস্থা এই ঘোষণাপত্রের সমর্থক।

২০১২'র ২৮ মার্চ পর্যন্ যেসব নেটওয়ার্ক
ঘোষণাপত্রটি অনুমোদন করেছে

গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব ডোমেস্টিক ইলেকশন মনিটরস (জিএনডিইএম)
অ্যাকুয়ের্দো দ্য লিমা/লিমা অ্যাকর্ড
এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস (এএনএফআরইএল)
ইউরোপিয়ান নেটওয়ার্ক অব ইলেকশন মনিটরিং অরগানাইজেশনস (ইএনইএমও)
রিজিউ আউস্ আফ্রিক পোর লা সার্ভিলেন্স দেস ইলেকশনস (আরওএএসই)/ ওয়েস্ট আফ্রিকা ইলেকশন অবজারভারস নেটওয়ার্ক (ডব্লিওএইওএন)
সাউদার্ন আফ্রিকান ডেভেলপম্যান্ট কমিউনিটি ইলেকশন সাপোর্ট নেটওয়ার্ক (এসএডিসি ইএসএন)
এ ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য, নর্থ আফ্রিকা ও ইস্ট আফ্রিকা থেকে এ ধরনের অনেক নেটওয়ার্ক এই ঘোষণাপত্রকে তুলে ধরতে তৎপর রয়েছে।

২০১২'র ২৮ মার্চ পর্যন্ ঘোষণাপত্রটি সমর্থন করছে যেসব আন্র্জাতিক সংস্থা

আন্সরকারি সংস্থাসমূহ

কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট
ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট
ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ
অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি এন্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপ, অফিস ফর ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনস এন্ড হিউম্যান রাইটস (ওএসসিই/ওডিআইএইচআর)
ইউনাইটেড নেশনস সেক্রেটারিয়েট

বেসরকারি সংস্থাসমূহ

দ্য কার্টার সেন্টার
সেন্টার ফর ইলেকটোরাল অ্যাসিসটেন্স এন্ড প্রমোশন (সিএপিইএল)
ইলেকক্টোরাল ইনস্টিটিউট ফর সাসটেইন্যাবল ডেমোক্রেসি ইন আফ্রিকা (ইআইএসএ)
ইলেক্টোরাল রিফর্ম ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসেস (ইআরআইএস)
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (এনডিআই)

নাগরিক সংস্থাগুলোর জন্য নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি করার বিশ্বজনীন নীতিমালার ঘোষণাপত্র

প্রস্তাবনা

সত্যিকারের গণতান্ত্রিক নির্বাচন হচ্ছে জনগণের সার্বভৌমত্বের সম্মিলিত প্রকাশ এবং নাগরিকদের অবিচ্ছিন্ন অধিকার। এই ধারণা বিশ্বব্যাপী জাতীয় সংবিধান, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসমূহ, আঞ্চলিক, আন্তসরকারি ও অন্যান্য সংস্থাগুলোতে স্বীকৃত।

হিউম্যান রাইটস এর বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারগুলোর কর্তৃত্বের ভিত্তি, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অনুষ্ঠিত সত্যিকারের নির্বাচনের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটবে, সবার জন্য ওই ভোটাধিকার হবে বিশ্বমানের, সেটা অনুষ্ঠিত হবে গোপন ব্যালট অথবা সমমানের মুক্ত ভোট প্রক্রিয়ায়।
দ্য ইন্টারন্যাশনাল কভান্যান্ট অন সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটস'এ (আইসিসিপিআর, এখন পর্যন্ত ১৬৫টি দেশের মধ্যে চুক্তি) বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার এবং সুযোগ থাকবে অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণিত (জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মত, জাতীয় ও সামাজিক পরিচিতি, সম্পদ, জন্ম অথবা অন্য কোনো মর্যাদা) পার্থক্য ও অযৌক্তিক কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই.... নির্দিষ্ট সময় অন্তর অনুষ্ঠিত প্রকৃত নির্বাচনে ভোট দেওয়া কিংবা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ, যে নির্বাচন হবে বিশ্বমাপের ও সম ভোটাধিকারের, সেটা অনুষ্ঠিত হবে গোপন ব্যালটে, যাতে ভোটারদের মুক্ত চিন্তার প্রকাশ ঘটার নিশ্চয়তা থাকবে..." এই দুটি অনুচ্ছেদে নির্বাচন সম্পর্কিত যেসব অধিকার ও সুযোগের কথা বলা হয়েছে, তার মূল ভিত্তি হচ্ছে এই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি যে, প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকার ও জনসম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার অধিকার আছে, সেটা হতে পারে সরাসরি অংশগ্রহণ অথবা প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে।
নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি করাটা বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের অগ্রগতিতে অন্যতম একটি বাস্তবসম্মত উপায় হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে। গত দু'দশকে পাঁচটি মহাদেশের ৯০টিরও বেশি দেশে লাখ লাখ নাগরিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠুতা এবং সরকার ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি কাজে যোগ দিয়েছে। এটা প্রকৃত নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধান ও সংঘাতের সম্ভাবনা হ্রাস, এবং জবাবদিহিতা ও গণতান্ত্রিক উন্নয়নে অবদান রেখেছে।

নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির বিষয়টি জনসম্পর্কিত বিষয়ে অংশগ্রহণের অনুরূপ, যা অনেকটা "আইনসভা, নির্বাহী ও প্রশাসনিক ক্ষমতার মতো" এবং জনপ্রশাসনের সব দিকে তার বিস্তার ঘটে এবং নীতিমালা সূত্রবদ্ধ এবং বাস্তবায়িত হয়..." (ইউএনএইচআরসি জেনারেল কমেন্ট ২৫, প্যারাগ্রাফ ২৫)। নাগরিক সংস্থাগুলো নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির মাধ্যমে সংঘের অধিকার চর্চা করে, যা বেসরকারি সংস্থাগুলোর পরিচালনার মূল দিক, একইসঙ্গে তারা তথ্য চাওয়ার, পাওয়ার অধিকার চর্চা করে যা ইউনিভার্সেল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস এর অনুচ্ছেদ ১৯ এবং আইসিসিপিআর-এ ঘোষিত আছে। নাগরিকদের পরীক্ষার জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য কারণ নাগরিকদের একটি প্রকৃত নির্বাচনের অধিকারই শুধু নয়, তাদের এটা জানারও অধিকার রয়েছে যে, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচনকারীদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে সুযোগ রয়েছে কিনা এবং নির্বাচনকারীদের ইচ্ছার প্রতিফলন যথাযথভাবে সেখানে গৃহীত হচ্ছে।

নির্দলীয় নাগরিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি করাকে মানবিক অধিকার রক্ষাকারী বিশেষায়িত বিষয় বলা যায়, যারা নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ওপর মনোনিবেশ করে। প্রকৃত নির্বাচনের এটি মূল দিক। সত্যিকারের নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা চর্চার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন; সংঘ, শান্পিূর্ণ সমাবেশ, মত প্রকাশ, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, চলাচল, ব্যক্তির নিরাপত্তা, সম্ভাব্য ভোটার ও নির্বাচিত হওয়ার প্রত্যাশী ব্যক্তিদের জন্য আইনের সমান সুযোগ এবং পাশাপাশি নির্বাচনী অধিকারের লঙ্ঘন ঘটলে তার কার্যকর প্রতিকার।

নির্বাচন সম্পর্কিত এসব অধিকার ও স্বাধীনতা এবং আইনগত বিষয়াবলীর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে নিবিষ্ট থাকে অনেক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি নির্বাচনী চক্র গড়ে ওঠে। এবং প্রতিটি দেশের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তা সংশ্লেষিত হয়। একইসঙ্গে নির্বাচন নাগরিকদের মধ্যে তাদের আকাঙ্খা পূরণেরও বোধ জন্ম দেয়, তারা প্রত্যাশ করে নির্বাচিতরা তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থের পাশাপাশি শান্ি ও নিরাপত্তার রক্ষার বিষয়টিও দেখবে। প্রকৃত নির্বাচন তাই গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার শর্তই শুধু নয়, তা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।

অধিকার চর্চার বিষয়টি দায়িত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও নজরদানকারীরা দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার নৈতিক ভিত্তি পেয়ে গেছে। বিভিন্ন স্থানীয় নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি সংস্থার বিভিন্ন আন্র্জাতিক প্রকাশনা ও সনদে এবং অন্য দেশের নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে দল নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীনতা, শুদ্ধতা ও পেশাদারিত্ব মনোভাবের জোরদার দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে উঠেছে।

নাগরিক সংস্থাগুলোর দল নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির জন্য প্রয়োজন পক্ষপাতহীন ও নির্ভুল থাকার সর্বোচ্চ নৈতিক মানদণ্ড। এর ভিত্তি হবে এক একটি দেশে এই গুণাবলী চর্চার সেরা দিকগুলো বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতির মাধ্যমে তুলে আনা। নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি ব্যবস্থা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনিয়ম-জালিয়াতি প্রত্যাখ্যান ও প্রকাশ করে, নির্বাচন সম্পর্কিত সম্ভাব্য সহিংসতা রোধ ও কমানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে এবং নির্বাচন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া উন্নত করার সুপারিশ করার মাধ্যমে একটি সংহত নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। একইসঙ্গে চেষ্টা করে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে জড়িত করার ম্যধমে জনগণের আস্থা বাড়াতে, পাশাপাশি বৈষম্য ও অযৌক্তিক বিধিনিষেধ মুক্ত নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিকদের সরকার ও জনসম্পর্কিত বিষয়ে অংশ গ্রহণ বাড়াতে।

নির্দলীয় ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির ক্ষেত্রে নাগরিক সংস্থাগুলো নির্বাচন আয়োজনকারী সংস্থাসহ অন্যান্য সরকারির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এবং একটি দেশের আইনি কাঠামো, নির্বাচন নিয়ে আন্র্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রত্যাশিত মান, বিভিন্ন আন্র্জাতিক ও আঞ্চলিক সনদ, সম্মেলন, ঘোষণাপত্রসহ এরকম অন্য দলিলের ভিত্তিতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির ফলাফল প্রকাশ করে।

একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার গুণগত মানের ক্ষেত্রে সাধারণত একটি নির্বাচন আয়োজনে শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক চরিত্রের প্রতিফলন ঘটে, এবং তাতে নির্বাচনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হওয়া একটি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিরও নিদর্শন মেলে। নির্দলীয় নাগরিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির ক্ষেত্রে যে দক্ষতা ও নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে তার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নাগরিকরা কেবল একটি চলমান সুষ্ঠু নির্বাচনী কর্মকাণ্ডই পায় না, তারা আরো বেশি প্রতিনিধিত্ব, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির জন্য নিজেদের মতামত তুলে ধরা, নজরদারি ও জবাবদিহিতা বাড়ানো ও জোরদার করার সুযোগ পায়।

সুতরাং:

স্বীকৃতিযোগ্য যে বিশ্বে নির্দলীয় নাগরিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির ব্যাপক প্রচলন ঘটছে, পাঁচটি মহাদেশের ৯০টিরও বেশি দেশে এটা চালু হয়েছে এবং জনসম্পর্কিত বিষয়ে লাখ লাখ নাগরিকের অংশগ্রহণ সৃষ্টি হচ্ছে,

গ্রহণযোগ্য যে, নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারিকে মানবাধিকার রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যারা জোর দেয় নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ওপর যার ফলে একটি সত্যিকারের নির্বাচন এবং এর মাধ্যমে আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়,

লক্ষ করার বিষয় যে, নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি নির্বাচন সম্পর্কিত সম্ভাব্য সহিংসতা রোধ ও হ্রাস করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ্য অবদান রাখতে পারে। এবং নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড নির্বাচনের জন্য আইনি কাঠামো, নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা ও ব্যাপকতর গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য যোগ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে,

মূল্যায়নযোগ্য যে, প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থাসহ অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রাখে, নাগরিকদের ভোট দেওয়ার এবং নির্বাচন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পুরোপুরিভাবে অংশ নেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং নাগরিক সংস্থাগুলো নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বাধীন মল্যায়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভূমিকা রাখে,

সুনিশ্চিত যে, নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং পরিচালনার মাধ্যমে অন্যান্য নাগরিক যেমন সম্ভাব্য ভোটার, নির্বাচিত হতে প্রত্যাশী ব্যক্তি, নির্বাচন প্রক্রিয়ার আয়োজনকারী এবং নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যেও দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি হয়,

গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার শান্তিপূর্ণ সমাধান হয় এবং কে শাসন কর্তৃত্ব পাবে সে সিদ্ধান্ত নাগরিকদের নেওয়ার ভিত্তি তৈরি করে যা ইউনিভার্সেল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটসের অনুচ্ছেদ ২১ এবং আইসিসিপিআর'র অনুচ্ছেদ ২৫ এ বর্ণিত আছে,

মূল্যায়নযোগ্য যে, জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কমিটি (ইউএনএইচআরসি) জেনারেল কমেন্ট ২৫, প্যারাগ্রাফ ৫, ৮ ও ২০ এ আইসিসিপিআরের ১৬৫টি রাষ্ট্রীয় পার্টির প্রতি ঘোষণা দিয়েছে যে, জনসম্পর্কিত বিষয়ে অংশ নেওয়ার অধিকার একটি বৃহত্তর ধারণা, নাগরিকরা প্রকাশ্য বিতর্ক, সংলাপ এবং নিজেরদেরকে সংগঠিত করে তোলার মাধ্যমে এই জনসম্পর্কিত কাজে অংশ নেয়। এবং কমিটি এ ঘোষণা দেয় যে, "ভোটগ্রহণ ও গণনার প্রক্রিয়ায় অবশ্যই স্বাধীন নিরীক্ষণ থাকতে হবে....এতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে যে..." তাদের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে,

সুনিশ্চিত যে, নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির মাধ্যমে নির্বাচনী প্রশাসন ও নির্বাচন সম্পর্কিত অন্যান্য প্রক্রিয়ার স্বাধীনভাবে যে নিরীক্ষণ হয় তা বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা এবং রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও এজেন্টদের নিরীক্ষণ থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা,

স্বীকারযোগ্য যে, আঞ্চলিক ও আন্তঃসরকারি সংস্থাগুলোর সনদ, কনভেনশন, ঘোষণাপত্রসহ অন্যান্য মাধ্যম এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর ডকুমেন্টগুলো প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে স্বীকৃতি দেয়। এ সবের অনেক মাধ্যমই সুস্পষ্টভাবে নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারিকে সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ, ওসিএসই'র ১৯৯০ এর কোপেনহেগেন ডকুমেন্ট এবং গণতন্ত্র, নির্বাচন ও শাসন বিষয়ে ২০০৭ সালের আফ্রিকান চার্টারের প্যারাগ্রাফ ২২ সুস্পষ্টভাবে নাগরিক সংস্থাগুলোকে সমর্থন জানায়,

স্বীকৃতিযোগ্য যে, আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সঙ্গে নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির অনেক নীতিমালার মিল রয়েছে। ২০০৫ সালে গৃহীত ওই 'ডিক্লারেশন অব প্রিন্সিপলস ফর ইন্টারন্যাশনাল ইলেকশন অবজারভেশন' এখন পর্যন্ত ৩৯টি আন্তসরকারি ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা অনুমোদন করেছে। এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তা সাদরে স্বীকৃত হয়েছে (এ/রেস/৬৫/১৫৫; ৮ মার্চ ২০১০)। এ কারণে ওই ডিক্লারেশনের ১ থেকে ৩ প্যারাগ্রাফ এই ডিক্লারেশনে ১ থেকে ৩ প্যারাগ্রাফ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই দুই ঘোষণাপত্রের অন্যান্য দিকেও বেশ মিল রয়েছে,

বিভিন্ন সংস্থাকর্তৃক অনুমোদিত নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির এই বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং সঙ্গে যুক্ত নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও মনিটরদের আচরণবিধি এখানে ঘোষণা করা হল:

প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচন

১. প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচন হচ্ছে সার্বভৌমত্বের একটি প্রকাশ যা একটি দেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত, যে জনগণের ইচ্ছার অবাধ প্রকাশের মাধ্যমে একটি সরকার কর্তৃত্ব ও বৈধতা পায়। নাগরিকদের ভোটাধিকার এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচিত হওয়ার অধিকারটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার। প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচন শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মূল নিয়ামক, এবং তা একটি গণতান্ত্রিক শাসনের ম্যান্ডেট দেয়।

২. মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং আইসিসিপিআর ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যপত্র অনুযায়ী প্রত্যেকেরই তার দেশে সরকার ও জনসম্পর্কিত বিষয়ে অংশগ্রহণের অধিকার আছে। তাকে অবশ্যই এ সুযোগ দিতে হবে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী নিষিদ্ধ কোনো বৈষম্য বা অযৌক্তিক কোনো নিষেধাজ্ঞা এ ক্ষেত্রে আরোপ করা যাবে না। এ অধিকার সরাসরি কিংবা গণভোটে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া কিংবা অন্য উপায়ে অথবা অবাধে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে চর্চা করা যাবে।

৩. একটি দেশে জনগণের ইচ্ছাই সরকারের কর্তৃত্বের ভিত্তি এবং এই ইচ্ছা অবশ্যই নির্দিষ্ট সময় অন্র প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে, যে নির্বাচন জনগণকে অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগের নিশ্চয়তা এবং গোপন ব্যালট বা ভোটদানের সমপর্যায়ের পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্বজনীন ও সম ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণের ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ দেবে। ভোট সুষ্ঠুভাবে গণনা করে ফলাফল ঘোষণা করতে হবে এবং তা মেনে নিতে হবে। একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাই উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় প্রতিষ্ঠান, আইন ও প্রক্রিয়া, অধিকার ও স্বাধীনতার বিষয়টি জড়িত থাকে।

দল নিরপেক্ষতা, স্বাধীন নিরীক্ষণ ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া

৪. নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারিতে নাগরিকদের রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ, পক্ষপাতমুক্ত ও বৈষম্যহীন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত করা হয় যাতে তারা ভোটসম্পর্কিত অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করে রিপোর্ট প্রদান করে এবং এর মাধ্যমে জনসম্পর্কিত বিষয়ে অংশ নেওয়ার অধিকার চর্চা করতে সক্ষম হয়। তারা অগ্রসর হয়: নির্বাচন সম্পর্কিত রাজনৈতিক পরিবেশ, আইনি কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার স্বাধীন, পদ্ধতিগত ও ব্যাপক বিস্ত পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে; প্রাপ্ততথ্য সময়মতো নিরপেক্ষ ও যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে; পক্ষপাতহীনতা ও যথার্থতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নৈতিক মান বজায় রেখে তারা প্রাপ্ত তথ্যের সারণি করে; প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচন অর্জন করতে যথাযথ সুপারিশ করে, নির্বাচনের আইনি কাঠামোর উন্নয়নেও সুপারিশ নিয়ে অগ্রসর হয় এবং তা বাস্বায়নে নির্বাচন সম্পর্কিত প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়, নাগরিকদের নির্বাচনী ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পূর্ণভাবে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সচেষ্ট হয়।

৫. নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারিতে নাগরিক সংস্থাগুলো সব রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং গণভোটে উপস্থাপিত কোনো বিষয়ের পক্ষে বা বিরুদ্ধে যারাই থাকুক না কেন সবার প্রতি পক্ষপাতহীন থাকে। এরা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটের ফলাফল পাওয়া গেল কিনা সে ব্যাপারেই শুধু মাথা ঘামায় এবং এ ব্যাপারে স্বচ্ছতা, যথার্থতা বজায় রেখে যথাসময়ে রিপোর্ট প্রদান করে।

৬. নাগরিক সংস্থাগুলো নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির জন্য নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থা, অন্যান্য সরকারি সংস্থা এবং নির্বাচনে অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিকে কাজ করতে চায়। তারা কখনো নির্বাচনী প্রক্রিয়া বা কর্মকর্তা, প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা ভোটারদের কাজে বাধা সৃষ্টি করে না। নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থাগুলো তথ্য আদান প্রদান এবং নির্বাচনী ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উন্নয়নে সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচনী কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ ও অংশীদারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

৭. নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থাগুলো সরকার ও নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ থেকে স্বাধীনসত্তা। একটি দেশের জনগণের নাগরিক অধিকার রক্ষা ও তা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে তারা কাজ করে যাতে ওই নাগরিকরা অবাধে সরকার ও জনসম্পর্কিত বিষয়ে সরাসরি বা প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত পছন্দের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৮. নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির ক্ষেত্রে নাগরিক সংস্থাগুলোকে তাদের তহবিলের ব্যাপারে স্বচ্ছ থাকা উচিত। এমন কোনো সূত্র থেকে কিংবা এমন কোনো পরিস্থিতিতে তহবিল নেওয়া অবশ্যই উচিত নয় যাতে স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হয়, যার ফলে সংস্থার পক্ষে বৈষম্যহীন, পক্ষপাতহীনভাবে যথাযথ ও সময়মতো নজরদারি কার্যকলাপ চালানোর ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্য স্বার্থ সংঘাতপূর্ণ পরিবেশ থেকে যতক্ষণ না মুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে না। কারণ তা না হলে ওই ব্যক্তি বৈষম্যহীন, পক্ষপাতহীনভাবে যথাযথ ও সময়মতো নজরদারি কার্যকলাপ চালাতে পারবে না।

৯. নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির ক্ষেত্রে নাগরিক সংস্থাগুলো যতোটা সম্ভব বাস্তবসম্মত পদ্ধতিগত উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সবসময় একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সবদিক বিবেচনায় নিয়ে, নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলার বিষয়টিও আমলে নিয়ে পক্ষপাতহীনভাবে তথ্যাবলী মূল্যায়ন করে। এট করা সম্ভব হয় ব্যাপকবিস্ত নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির মাধ্যমে, বিভিন্ন সংগঠনের সমবায়ে অথবা বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে। আরো করা যেতে পারে একে অপরের উপর কমবেশি নির্ভরশীল সংস্থার মাধ্যমে, যেসব সংগঠন বিশেষায়িত নির্দলীয় নির্বাচন মনিটরিং কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচনী চক্রের বিশেষ কোনো প্রক্রিয়া বা উপদান পরীক্ষা করছে, তাদেরও এ কাজে অন্তর্ভুক্ত করে। পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি দূর করতে, একই জিনিস বার বার করা প্রতিহত করতে নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থাগুলোর উচিত একটি জাতীয় পরিবেশে যতোটা সম্ভব সহযোগিতা ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা।

১০. নাগরিক সংস্থাগুলোর একটি নির্বাচন বা এর উপদানের পর্যবেক্ষণ বা নজরদারির সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ এই নয় যে, সংস্থাগুলো আগেভাগেই ওই নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিশ্বাসযোগ্য বা কম বিশ্বাসযোগ্য– এটা ধরে নিয়েছে। নাগরিক সংস্থাগুলো নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বা নজরদারির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের বিদ্যমান আইনি বিধিবিধান এবং প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও এর উপাদানকে পক্ষপাতহীন এবং যথাযথ পদ্ধতিগত ও বাস্তবসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করে। নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বা নজরদারির নাগরিক সংস্থাগুলোকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে যে, তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যেন একটি সুস্পষ্ট অগণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া বৈধতা পেয়ে না যায়। প্রকাশ্য বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে এরকম ঘটা বন্ধ করতে হবে। কোথাও এরকম পরিস্থিতি তৈরি হলে প্রয়োজনে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি বাতিল করতে হবে এবং প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে এ সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দেখাতে হবে।

১১. যে সব সংস্থা ঘোষণাপত্র অনুমোদন করেছে তারা বিশ্বাস করে প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য আদর্শমান, নীতিমালা, বাধ্যবাধকতা, অঙ্গীকার ও চর্চার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে; আঞ্চলিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চেষ্টার মাধ্যমে এ অগ্রগতি হয়েছে। যেসব সংস্থা ঘোষণাপত্রের অনুমোদন দিচ্ছে তারা তাদের বিশ্লেষণ, উপসংহার, সিদ্ধান্ত ও সুপারিশে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এই মানদণ্ড বজায় রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ; এবং তারা পর্যবেক্ষণ ও নজরদারিতে এই মানদণ্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১২. নাগরিক গ্রুপের নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির মধ্যে থাকে নিয়মিত রিপোর্ট, বিবৃতি, বিজ্ঞপ্তি প্রদান যা নির্ভুল, সময়মাফিক ও পক্ষপাতহীন। এতে নির্বাচনী প্রক্রিয়া উন্নত করার লক্ষ্যে তুলে ধরা হয় পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশমালা। যখন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটি বা সীমিত কয়েকটি উপদানের মধ্যেই আটকে থাকে, তাহলে সেই সম্পর্কিত প্রকাশ্য প্রতিবেদনেও সুস্পষ্টভাবে তার বর্ণনা থাকবে। সিটিজেন গ্রুপগুলো তাদের নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির পক্ষপাতহীন রিপোর্ট বিশ্লেষণ ছাড়াও অন্য নির্দলীয় নাগরিক সংস্থা, একাডেমিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এ ধরনের অন্যান্য সূত্রের বিশ্বাসযোগ্য মূল্যায়ন গ্রহণ করতে পারে। কোনো স্থানে এ ধরনের সূত্রে তথ্যসংগ্রহ ও সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূল ভিত্তি বিবেচিত হলে তাদের পরিচয় প্রকাশ করতে হবে।

১৩. নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং/অথবা নির্বাচনী পরিবেশের মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে সিটিজেন গ্রুপগুলো নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করে। পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও তথ্যাবলী প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা বিদ্যমান নীতিমালা ও জাতীয় পরিবেশের উপযোগী সেরা পদ্ধতি ও কৌশলের আশ্রয় নেয়। বলাবাহুল্য তাদের পর্যবেক্ষণ, তথ্যাবলী ও বিশ্লেষণ নির্ভুল, পক্ষপাতহীন, সময়মাফিক ও বাস্তবসম্মত হয়।

১৪. নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক গ্রুপগুলো নির্বাচন পূর্ব, নির্বাচন উত্তর, নির্বাচন অনুষ্ঠান দিনের প্রক্রিয়ার শুদ্ধতা মূল্যায়নে পরিসংখ্যান ভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে পারে। এরকম পদ্ধতিতে নির্বাচনী ফলাফলের যথার্থতাও নিরূপণ করা হয় যেটা প্রায়ই প্যারালাল ভোট টেবুলেশনস (পিভিটিস) হিসেবে অভিহিত করা হয়। দ্রুত গণনা বা এরকম অন্যান্য টার্মও ব্যবহার করা হয়। এরকম পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে পাওয়া তথ্য ও উপসংহার নিয়ে রিপোর্ট, বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময় সতর্কতার সঙ্গে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা, তথ্য পর্যাপ্ত কিনা, পরিসংখ্যান উপাত্তের বিশ্লেষণ নির্ভুল কিনা তা আমলে নেওয়ার পাশাপাশি প্রতিবেদন প্রকাশের সময়টি নির্বাচনী রীতির সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ কিনা তাও দেখতে হবে। এ ধরনের প্রতিবেদনে পরিসংখ্যানগত নমুনা এবং পাওয়া তথ্যের বিচ্যুতি'র পরিমাপও জানাতে হবে।

১৫. নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির মাধ্যমে নাগরিক গ্রুপগুলো নির্বাচন সম্পর্কিত সম্ভাব্য সহিংসতা বন্ধ ও হ্রাস করার ক্ষেত্রে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ্য অবদান রাখতে পারে, তেমনি নির্বাচন সম্পর্কিত আইনি কাঠামোর উন্নয়ন, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের আচরণ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও বৃহত্তর গণতান্ত্রিক অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারে। নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির সংস্থাগুলোর একটি দায়িত্বশীলতা তৈরি হয়, সম্ভবপর ক্ষেত্রে তাদেরকে নির্বাচন প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ রাখতে, নির্বাচন ও এ সম্পর্কিত প্রশাসনের জন্য আইনি কাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে, নারী, তরুণ ও আদিবাসীসহ অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বাধা দূর করতে এবং জনসম্পর্কিত কাজে নাগরিকদের অংশগ্রহণ বাড়াতে দূতিয়ালি করতে হয়।

পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

১৬. নাগরিক সংগঠনগুলো নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘকালীন চর্চা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগায়। এর মাধ্যমে নির্বাচন চক্রের সবকিছুর পাশাপাশি বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব হয় যা নির্বাচনের চরিত্র ও গুনগত মানে ছাপ ফেলে। যেখানে নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থাগুলো বিদ্যমান নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি উপাদান পরীক্ষা করার সুযোগ পায় না, সেখানে তাদের উচিত নির্বাচন চক্র ও সম্পর্কিত রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে নির্বাচন পূর্ব ও পরবর্তী এবং ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী একসঙ্গে করে তা মূল্যায়ন করা। এটা করা প্রয়োজন যাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনের ঘটনাবলী অধিকতর গুরুত্ব পেয়ে না যায়। নির্বাচন প্রক্রিয়ার চরিত্রের সম্ভাব্য ভুল ব্যাখ্যা যাতে না হয়।

১৭. নিচের বিষয়গুলো নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপাদন যা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। যদিও একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনে এ উপদানের সবগুলো পর্যবেক্ষণ/নজরদারি করা সম্ভব নাও হতে পারে।

এ) সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন সম্পর্কিত আইনি কাঠামোর বিষয়বস্তু ও এর বাস্বায়নে, আইন, চুক্তি, বাধ্যবাধকতা ও অন্যান্য আন্র্জাতিক অঙ্গীকার, রীতি ও বিধি;
বি) নির্বাচনী প্রশাসনের পক্ষপাতহীনতা, স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকাণ্ড;
সি) নির্বাচন ব্যবস্থাপনার সংস্থায় লোক নিয়োগ ও অব্যাহত রাখার প্রক্রিয়া;
ডি) নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ;
ই) রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, প্রার্থী, গণভোটের উদ্যোগ ও ব্যালটের বৈশিষ্ট্য;
এফ) রাজনৈতিক দলগুলোর আইনি বিধান, প্রার্থী বাছাই, প্রচারণা ও আচরণবিধি মেনে চলার বিষয়;
জি) রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আর্থিক বিষয় সংক্রান্ বিধি, নির্বাচনী ব্যয় এবং উভয় বিষয়ে সজাগ থাকা।
এইচ) নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আন্র্জাতিক হস্ক্ষেপ, অবৈধভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের অর্থজোগান, আন্র্জাতিক গণমাধ্যমের পক্ষপাত ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড;
আই) নির্বাচনী পেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবহার, এর রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতহীন প্রয়োগ এবং নির্বাচনে ফায়দা লুটতে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল, প্রার্থী অথবা সমর্থক অথবা গণভোট উদ্যোগের বিরোধীদের বিরুদ্ধে এর অযথার্থ ব্যবহার।
জে) নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি দমন আইন ও এ সংক্রান্ অন্যান্য রক্ষাকবচের প্রয়োগ, নির্বাচন সম্পর্কিত দুর্নীতির হোতাদের রক্ষা করা;
কে) নিরাপত্তা বাহিনীর আচরণ এবং প্রশাসনিক বিষয়ে আমলাদের কার্যকলাপ যেমন শান্পূর্ণ সমাবেশ ও প্রচারণা চালানোর জন্য স্থান, প্রচারণার সরঞ্জাম অন্যত্র পাঠানের জন্য বরাদ্দের অনুমতি বা অনুমতিপত্র প্রদান

এল) রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, সমর্থক ও গণভোট উদ্যোগের বিরোধীদের জন্য গণ যোগাযোগভিত্তিক গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা ও তার চর্চা;

এম) রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত, পাবলিক ও ব্যক্তিমালিকানাধীন সংবাদমাধ্যমে রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, সমর্থক ও গণভোট উদ্যোগের বিরোধীদের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের চর্চা ও এর প্রয়োজনীয়তা; ওই সব সংবাদমাধ্যমে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিষয়ে প্রতিবেদনের পরিমান ও মান এবং নির্বাচন বা গণভোটে ভোটারদের পছন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয় মনিটর করা;

এন) সম্ভাব্য ভোটারদের সমর্থন আদায়ে রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, সমর্থক এবং গণভোট উদ্যোগের বিরোধীদের অবাধে প্রচারণা চালানোর সামর্থ্য;

ও) আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লোকজনসহ সম্ভাব্য ভোটারদের ভোটাভুটি করার বিষয়ে নির্ভুল ও পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়ার (সংখ্যালঘুদের ভাষায়সহ) সামর্থ্য;

পি) যোগ্য ব্যক্তিদের ভোটার হওয়ার সামর্থ্য এবং ভোটার নিবন্ধন কাগজপত্র ও ভোটার তালিকায় তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী নির্ভুলভাবে অন্তর্ভুক্ত;

কিউ) সম্ভাব্য ভোটার, যারা নির্বাচিত হতে চান ও তাদের সমর্থকদের সহিংসতা, ভয়ভীতি, ঘুষ এবং প্রার্থী পছন্দের কারণে প্রতিশোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার সামর্থ্য। পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী, কৌঁসুলি ও আদালত তাদের পক্ষে আইনের কার্যকর ও সমান প্রয়োগ ঘটাচ্ছে কিনা তাও দেখার বিষয়;

আর) ভোটারদের জন্য বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সংস্থার শিক্ষা, যার মধ্যে থাকবে অন্যান্য বিষয় যেমন– কোথায়, কখন, কিভাবে, কেন ভোটের জন্য নিবন্ধন করতে হবে এবং ভোট দিতে হবে। পাশাপাশি ব্যালটের গোপনীয়তা রক্ষা;

এস) ভোট দেওয়ার যথাযথ স্থান নির্বাচন এবং সেখানে পর্যাপ্ত সুবিধা;

টি) ভোট কেন্দ্র তৈরি ও তার বিন্যাস এবং ব্যালট ও অন্যান্য স্পর্শকাতর নির্বাচনী সরঞ্জাম পুনসংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

ইউ) নীতিমালা তৈরির প্রক্রিয়া এবং ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিতে ভোটার নিবন্ধন সম্পন্ন করা, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ, ফলাফলের সারণি তৈরি ও অন্যান্য স্পর্শকাতর নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নেওয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপ;

ভি) নির্বাচন সংক্রান্ত প্রযুক্তি টেকসই, যথার্থ ও ব্যয়সাশ্রয়ী কিনা;

ডব্লিউ) ভোটগ্রহণ, সংখ্যালঘুদের ভাষায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিনা, ভোটগণনা, সারণি তৈরি ও ফলাফল ঘোষণা, এসব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং অনিয়ম ও ত্রুটি ঠেকাতে পর্যাপ্ত রক্ষাকবচ থাকা;

এক্স) নাগরিক, সম্ভাব্য ভোটার, নির্বাচনে আগ্রহী, গণভোট উদ্যোগের সমর্থক ও বিরোধীদের নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ে কার্যপ্রণালী ও প্রক্রিয়া। নির্বাচন সম্পর্কিত অধিকারের লঙ্ঘন ঘটার ক্ষেত্রে তার কার্যকর সমাধানের বিধান;

ওয়াই) নির্বাচন সম্পর্কিত দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রে আইন ও বিধিবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক, দেওয়ানি ও ফৌজদারি পদক্ষেপ, প্রযোজ্য জরিমানার শাস্তি প্রয়োগ;

জেড) নির্বাচন সম্পর্কিত আইন, নিয়ম, বিধির এবং নির্বাচনের আগে ও পরে প্রশাসনিক কার্যব্যবস্থার পরিবর্তন;

১৮. নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি সফলভাবে সম্পাদন করতে বেশকিছু শর্ত বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন, যার মধ্যে রয়েছে:

এ) নির্দলীয় নাগরিক পর্যবেক্ষক ও মনিটরদের নিরাপত্তা বজায় থাকার শর্ত। নির্বাচনী প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে নিজেদের ও পরিবারের ওপর নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকবে না, কিংবা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপরও কোনো ঝুঁকি সৃষ্টি হবে না;

বি) নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থা ও নির্বাচন সম্পর্কিত অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ নির্দলীয় নাগরিক পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি সংস্থাগুলোর সরকারি ও জনসম্পর্কিত অধিকারের প্রতি সম্মান জানাবে। তাদেরকে নির্বাচনের আগে-পরে ও ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রসহ নির্বাচন সম্পর্কিত সব স্থাপনা ও প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে দেবে, প্রবেশ করার ক্ষেত্রে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডের প্রয়োজন পড়লে অধিকারচ্যুত না করে সময়মতো তা সরবরাহ করবে, বৈষম্য বা অযৌক্তিক বাধা আরোপ করবে না, আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক, গণমাধ্যম বা প্রার্থীদের পর্যবেক্ষকদের মতোই তাদেরও সুযোগ দেবে;

সি) নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংস্থা ও অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ সময়মতো তথ্য পাওয়ার অধিকার দিয়ে নির্বাচনী স্বচ্ছতা বজায় রাখবে, যার মধ্যে থাকবে– ভোটকেন্দ্রে হিসাব করা ভোটের ফলাফল, নির্বাচনী প্রশাসনেরর উচ্চপর্যায়ে যোগ করা ফলাফল, নির্বাচন সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড নিরীক্ষণ করতে দেওয়ার সুযোগ;

ডি) রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং গণভোট উদ্যোগের সমর্থক বা বিরোধী গ্রুপগুলো তাদের করা নির্বাচন সম্পর্কিত অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ও নির্বাচন নিয়ে চ্যালেঞ্জ দায়েরের তথ্য সময়মতো জানাবে;

ই) নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি সংস্থাগুলোর স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার স্বাধীনতা থাকবে। তাদের সহযোগিতা করা বা নেওয়া যাবে, নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির কাজ এগিয়ে নিতে তাদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তাও নেওয়া যাবে;

এফ) নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি সংস্থাগুলো মৌখিক যোগাযোগ এবং লিখিত বা ইন্টারনেটসহ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে স্থানীয় বা সীমান্তের ওপার থেকে অবাধে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে;

জি) নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি সংস্থাগুলোকে যেসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, ফাউন্ডেশন ও অন্যরা তহবিল এবং/অথবা অন্যান্য সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন সেটা যেন সময়মতো ও বাস্তবসম্মত পরিস্থিতিতে দেওয়া হয়। এর ফলে একটি দেশের প্রেক্ষাপটে নাগরিক সংস্থাগুলোতে বাস্তবসম্মত ও সবচেয়ে সুশৃঙ্খলভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির পদ্ধতিগুলো আত্তীকরণ করা সম্ভব হবে;
এবং

এইচ) নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংস্থা, অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ, তহবিল জোগানদানকারী ও অন্যান্য সমর্থক সংস্থাগুলো স্বীকার করবে ও এই ধারণাকে সম্মান জানাবে যে, নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থাগুলোর সংগ্রহ করা তথ্য, বিশেষণ ও উপসংহার স্ব স্ব নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি সংস্থারই নিজস্ব বলে বিবেচিত হবে এবং আইনি বিধানের ভিত্তিতে তারাই ওই তথ্যাবলী ও সুপারিশ উপস্থাপনের সময় নির্ধারণের জন্য দায়ী থাকবে।

যেখানে এই শর্তাবলী বিদ্যমান থাকবে না সেখানে নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির সাফল্যে তা প্রভাব ফেলতে পারে। মোতায়েন করা পর্যবেক্ষক ও মনিটরদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা না থাকলে, অথবা তাদের অনুমতিপত্র এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রবেশের সুযোগ দেওয়া না হলে, অন্যান্য বাধা সৃষ্টি করা হলে তাদের ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিরীক্ষণ ব্যাহত হতে পারে। নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংগঠনগুলো এরকম পরিস্থিতিতে আংশিকভাবে হলেও পর্যবেক্ষক/মনিটর মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেবে, ভোটকেন্দ্রের বাইরে থেকে এবং/অথবা অন্য কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। ওইরকম নিষেধাজ্ঞামূলক পরিস্থিতি চিহ্নিত করার পর তাদের কর্মকাণ্ডের ওপর তার সম্ভাব্য প্রভাব নিরুপণ করতে হবে।

প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার

১৯. বিশ্বজনীন সম ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি প্রকৃত নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, জনসম্পর্কিত কাজে মানুষের অংশ নেওয়ার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নাগরিক সংগঠনগুলো এই ঘোষণাপত্র অনুমোদন করার মাধ্যমে অঙ্গীকার করছে যে, আদিবাসী, জাতীয় সংখ্যালঘু, তরুণ সমাজ এবং নারীসহ জনগণের সব অংশকে নির্বাচনে সমানভাবে অংশ নেওয়াতে সচেষ্ট থাকবে। তারা নিজেরাও– পর্যবেক্ষক, মনিটর, ও সংস্থার নেতারাও নির্বাচনে অংশ নেবে।

২০. নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থাগুলো পর্যালোচনা করে দেখবে নির্বাচন সম্পর্কিত প্রক্রিয়া বৈষম্যমুক্ত কিনা, জাতীয় আইন কাঠামোর ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষায় দেশটির অঙ্গীকারের লঙ্ঘন ঘটছে কিনা, নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে আইনের সমঅধিকার নিশ্চিত কিনা যাতে বিশ্বমাপে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের ভোটাধিকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। নাগরিক সংস্থাগুলো এই ঘোষণাপত্র অনুমোদনের মাধ্যমে অঙ্গীকার করছে যে, তাদের প্রতিবেদন ও সুপারিশমালায় স্থান পাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারী, তরুণ, আদিবাসী ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের বিষয়; শারীরিক প্রতিবন্ধী ও স্থানচ্যুত ব্যক্তিসহ (আইডিপিএস) ঐতিহ্যগতভাবে জনগণের কম প্রতিনিধিত্বশীল অংশের বিষয়; নির্বাচনে সবার অংশগ্রহণকে উৎসাহীত করতে কর্তৃপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীসহ অন্যান্য কুশীলবদের গৃহীত পদক্ষেপ; নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধার অপসারণ, ভোটারদের নিবন্ধন, প্রার্থী বাছাই ও তাদের যোগ্যতার দিক; ভোট প্রদান, সংখ্যালঘু ভাষায় ভোটসম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য যাতে ওই সম্প্রদায়ের মানুষ প্রার্থী পছন্দের ক্ষেত্রে ওয়াকেবহাল হয়।
২১. নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থাগুলো এই ঘোষণাপত্র অনুমোদনের মাধ্যমে অঙ্গীকার করছে যে:

এ) এটা নিশ্চিত করবে যে, তাদের সব নেতা এবং নির্দলীয় নাগরিক পর্যবেক্ষক ও মনিটররাসহ সব অংশগ্রহণকারী তাদের নির্বাচন মনিটরিং কাজের ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন, নির্ভুল ও সময় মেনে চলার বিষয়টি উপলব্ধি ও পালন করে;

বি) তারা কার্যকর প্রশিক্ষণ দেবে (১) নির্দলীয় অবস্থা সম্পর্কে (এই ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তুসহ) (২) সংশ্লিষ্ট জাতীয় আইন, বিধিবিধান (প্রকৃত নির্বাচন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিধানসহ) (৩) পর্যবেক্ষণ/নজরদারির জন্য যোগাযোগসংক্রান্ত প্রটোকল ও প্রণালী এবং (৪) ফলপ্রসূ নির্দলীয় নাগরিক পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির লক্ষ্যে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতির উপদানসমূহ বিষয়ে;

সি) নাগরিক সংস্থাগুলোর সব বোর্ড মেম্বার, অন্যান্য নেতা, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণকারী এবং নির্দলীয় নাগরিক পর্যবেক্ষক/ মনিটর, প্রশিক্ষক, সংগঠক ও অন্যান্য সদস্যদেরকে 'নন-পার্টিজান সিটিজেন ইলেকশন অবজারভারস এন্ড মনিটরস' এর আচরণবিধি পড়তে হবে, তা মেনে চলতে অঙ্গীকার করে তাতে স্বাক্ষর করতে হবে। এর সঙ্গে থাকবে এই ঘোষণাপত্র অথবা ওই নির্দিষ্ট নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থার সমমানের আচরণবিধি;

ডি) নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থাসহ অন্যান্য সরকারি সংস্থা, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অন্যান্য অংশীদারদের সহযোগিতা করবে, প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচন নিশ্চিত করার আইন, নিয়ম ও আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে; নির্বাচনী প্রক্রিয়া অথবা কর্মকর্তা, প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা ভোটারদের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না; নির্বাচনে বা গণভোটে ভোটারদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন কোনো দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নেবে না;

ই) সরকার ও নির্বাচন কর্তৃপক্ষ থেকে স্বাধীন থাকবে, রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং গণভোট উদ্যোগের পক্ষ-বিপক্ষের সমর্থকদের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবে, স্বচ্ছতা বজায় রাখবে; এবং এমন কোনো সূত্র বা এমন কোনো শর্তে তহবিল নেবে না যাতে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির কাজ বাধাগ্রস্ত হয়, নাগরিক সংস্থাগুলোর পক্ষপাতহীনতা, নির্ভুলতা ও সময়মাফিক কাজের ক্ষতি হয়;

এফ) নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির জন্য নির্দলীয় নীতি ও জাতীয় পরিস্থিতির আলোকে বাস্তবসম্মত সবচেয়ে সেরা কৌশল ও প্রণালীর প্রয়োগ ঘটাতে হবে, এক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অন্যান্য উপাদান মনিটর করে সেটাও বিবেচনায় নিতে হবে;

জি) পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং একটি দেশের আইন, প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিধান, নীতিমালা, অঙ্গীকার, সেরা অনুশীলনের নিরিখে প্রাপ্ত তথ্যের উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং সুপারিশ প্রণয়ন করতে হবে। পর্যবেক্ষণ ও নজরদারিতে ব্যবহৃত মাপকাঠির ক্ষেতে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে;

এইচ) নিয়মিত জনগণের কাছে (নির্বাচনের অংশীদারসহ) পক্ষপাতহীনভাবে সময়মতো যথাযথ রিপোর্ট, বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তি পৌঁছাতে হবে যাতে থাকবে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও প্রাপ্ততথ্য, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উন্নয়নে সুপারিশ। একটি প্রকৃত নির্বাচন অর্জনের লক্ষ্যে আরো থাকবে আইনের অযথার্থ ধারার বাতিল, অযৌক্তিক নিষেধাজ্ঞাসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাহারের সুপারিশ;

আই) অন্যান্য যেসব নির্দলীয় নাগরিক পর্যবেক্ষক ও নজরদারি সংস্থা এই ঘোষণাপত্র অনুমোদন করেছে এবং আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করছে তাদের সঙ্গে জাতীয় পরিস্থিতে সম্ভাব্য সর্বোতভাবে সহযোগিতা করতে হবে;

জে) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাসহ প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচন অর্জনে সক্রিয় অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা;

কে) যেখানে সম্ভব নির্বাচনের আইনি কাঠামোর উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের সুপারিশ করা যাতে সহিংসতা মুক্ত, জবাবদিহিপূর্ণ্য, খোলামেলা ও দায়িত্বশীল নির্বাচনী প্রক্রিয়া চালু হয়; যাতে নাগরিকদের নির্বাচন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি অংশ নিতে অযৌক্তিক নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য বাধা দূর হয় এবং যাতে গণতান্ত্রিক শাসনের অগগতিতে বিপুলভাবে অবদান রাখা যায়; এবং

এল) অন্যান্য নির্বাচনী অংশীদার ও নাগরিকদের মধ্যে এই ঘোষণাপত্র ও যুক্ত আচরণবিধির প্রচার।

২২.
নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থাগুলো এই ঘোষণাপত্র অনুমোদনের মাধ্যমে অঙ্গীকার করছে যে, তারা ঘোষণাপত্রের শর্ত ও চেতনা এবং সঙ্গে যুক্ত নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থাগুলোর জন্য আচরণবিধি মেনে চলতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। অনুমোদনকারী সংস্থা কোনো সময় যদি মনে করে যে, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির ক্ষেত্রে একটি জাতীয় পরিস্থিতিতে এই ঘোষণাপত্র ও যুক্ত আচরণবিধির কোনো শর্ত থেকে সরে যাওয়া প্রয়োজন, তবে ওই সংস্থাকে প্রকাশ্য বিবৃতির মাধ্যমে এটা করার ব্যাখ্যা দিতে হবে। একইসঙ্গে ওই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ঘোষণাপত্র অনুমোদনকারী অন্যান্য নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থাগুলোর যথাযথ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যও তৈরি থাকতে হবে।

অনুমোদন প্রসঙ্গ

২৩. নাগরিকদের নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির জন্য গৃহীত এই ঘোষণাপত্র ও আচরণবিধি যে কোনো নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থা, নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির জন্য গড়ে ওঠা আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক অনুমোদন করতে পারবে। ওই সব সংস্থা ও নেটওয়ার্ক পরিচিত হবে "এনডর্সিং নেটওয়ার্ক" (অনুমোদনকারী সংস্থা) হিসেবে।

২৪. অন্যান্য যেসব সংস্থা নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থাগুলোকে সমর্থন করে বা গুরুত্ব দেয়– যেমন আন্তসরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা ও অন্যান্য সংগঠন– তারাও এই ঘোষণাপত্র ও সঙ্গে যুক্ত আচরণবিধি অনুমোদন করতে পারবে। এসব সংস্থা চিহ্নিত হবে "সাপোটার্স অব দ্য ডিক্লারেশন" হিসেবে।

২৫. এই অনুমোদনের বিষয়টি রেকর্ড করবে গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব ডোমেস্টিক ইলেকশন মনিটরস (জিএনডিইএম) অথবা নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থাগুলোর যে কোনো আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক যারা আগেই এই ঘোষণাপত্র ও আচরণবিধি অনুমোদন করেছে। অনুমোদনের বিষয়টি ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটও (এনডিআই) করতে পারে। সংস্থাটি এই ঘোষণাপত্র ও আচরণবিধির প্রতি মতৈক্য গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

উল্লিখিত সংস্থাগুলো কারো অনুমোদনের বিষয়টি রেকর্ড করার পর অন্যদের তা সময়মতো জানিয়ে দেবে।

নির্দলীয় নাগরিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও মনিটরদের জন্য আচরণবিধি

সূচনা

নির্বাচনের শুদ্ধতার প্রতি সমর্থন ও তা রক্ষা, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি এবং নির্বাচন সম্পর্কিত সম্ভাব্য সহিংসতা হ্রাসের আদর্শ চর্চা হিসেবে নাগরিকদের নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে গৃহীত হচ্ছে। সরকার ও তাদের নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থা, নির্বাচিত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিসহ অন্যান্য নির্বাচনী অংশীদাররা নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারিকে সরকার ও জনসম্পর্কিত কাজে জনগণের অংশগ্রহণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির বিষয়টি আন্সরকারি সংস্থা এবং বিভিন্ন আন্সরকারি সনদ, ঘোষণাপত্র এবং অন্যান্য মাধ্যমেও প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উল্লেখিত হচ্ছে।

নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শুদ্ধতা রক্ষায় সাহায্য করা, প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি দিক প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে নির্ভুল ও পক্ষপাতহীনভাবে রিপোর্ট প্রদান করা যাতে ওই নির্বাচন অবাধ ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে, জাতীয় সংবিধান, আইন ও নির্বাচনী বিধিবিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা, একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য আন্ র্জাতিক অঙ্গীকার ও চুক্তির বিধানের প্রতিফলন ঘটেছে কিনা এসবের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির ক্ষেত্রে নাগরিক সংস্থাগুলো নির্বাচনের সব কুশীলবদের (প্রার্থী, রাজনৈতিক দল, গণভোট উদ্যোগের সমর্থক-বিরোধী, নির্বাচনী কর্মকর্তা, অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ, গণমাধ্যম ও ভোটার) প্রতি আইন ও সব নাগরিকের নির্বাচন সম্পর্কিত অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে এবং যারা আইন লঙ্ঘন ও কোনো ব্যক্তির নির্বাচন সম্পর্কিত অধিকার খর্ব করে তাদের দায়ী করার আহ্বান জানানোর মাধ্যমেও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা চালায়। এ ছাড়া নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থাগুলো নাগরিকদের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ও মনিটর হওয়ার মাধ্যমে জনসম্পর্কিত কাজে তাদের অংশগ্রহণের অধিকার চর্চা করতে উৎসাহ জোগায় এবং নির্বাচন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করাতে সচেষ্ট থাকে।

নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির অধিকারের স্বীকৃতির সঙ্গে আসে তাদের দায়িত্বশীলতার বিষয়টিও। এই দায়িত্বশীলতা আচরণবিধিতে বর্ণিত হতে পারে তা মেনে চলার জন্য, এরসঙ্গে থাকবে যে কোনো পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি সংস্থার নির্দলীয় থাকার অঙ্গীকার। পর্যবেক্ষক ও মনিটরদের অধিকার ও দায়িত্বশীলতার বিষয়টি আচরণবিধির পরিবর্তে ফরমেট আকারে একটি সংস্থার পরিচালন নীতি হিসেবেও গৃহীত হতে পারে।

যেসব সংস্থা ও নেটওয়ার্ক নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির জন্য প্রণীত বিশ্বজনীন নীতিমালার ঘোষণাপত্র অনুমোদন করেছে, তাদের এই আচরণবিধি গ্রহণ ও মেনে চলতে হবে। ওই সব সংস্থার বা নেটওয়ার্কের কারো একই ধরনের আচরণবিধি ও পরিচালন বিধি থেকে থাকলেও এটি করার উচিত। সংস্থাগুলোর প্রত্যেকটি এই অঙ্গীকার করবে যে, তাদের নেতা, কর্মী, প্রশিক্ষক, পরামর্শক, সব পর্যবেক্ষক ও মনিটরসহ অন্য সবাই এই আচরণবিধি মেনে চলবে, অথবা সারগর্ভভাবে একইরকম অন্য সংস্থা বা নেটওয়ার্কের আচরণবিধি মেনে চলবে। নীচে উপস্থাপন করা নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির অঙ্গীকারনামাটির মতো সারগর্ভভাবে একইরকম কোনো অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করতে হবে।

মোডস অব কন্ডাক্ট

নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রত্যেকটি সংস্থা ও নেটওয়ার্ককে রাজি হতে হবে যে তারা:

১. কঠোরভাবে নির্দলীয় অবস্থা বজায় রাখবে, নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সব কর্মকাণ্ডে (পর্যবেক্ষণ, নজরদারি, ভোটারদের শিক্ষা, বুথফেরত জরিপ ও অন্যান্য) রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ থাকবে। কোনো প্রার্থী, রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, আন্দোলন, অথবা জনপ্রতিনিধিত্ব করতে ইচ্ছুক কোনো সংস্থা, গণভোট উদ্যোগের সমর্থক বা বিরোধীদের প্রতি প্রকাশ্যে পছন্দ বা বিরোধিতা জানানোর বিষয় থেকে বিরত থাকবে, (তথ্যউপাত্তের ভিত্তিতে আইন ও বিধি লঙ্ঘন এবং দল, প্রার্থী বা গণভোট গ্রুপের অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে রিপোর্ট প্রদানের সময়ও কোনো ধরনের পছন্দ-অপছন্দের কথা জানাবে না, এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বা তাদের এজেন্টদের দেওয়া সুবিধা দানের সব ধরনের প্রস্তাব বা হুমকি প্রত্যাখ্যান করবে;

২. একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচনী পক্রিয়ার জন্য সরকার থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করবে, কে জিতবে কে হারবে সে বিবেচনা করা হবে না, পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির জন্য নির্দলীয় নীতির আলোকে জাতীয় পরিস্থিতির উপযোগী সেরা অনুশীলন, পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা হবে নির্বাচনী চক্রের পুরো প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক পরিবেশ জুড়ে, অথবা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট অনুষঙ্গের ক্ষেত্রে সেরা অনুশীলন, পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা হবে;

৩. কঠোরভাবে অহিংস নীতি বজায় রাখতে হবে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত সবার প্রতিও এই আহ্বান জানানো হবে এবং নির্বাচন সম্পর্কিত সম্ভাব্য সহিংসতা হ্রাসে যে কোন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেবে;

৪. গণতান্ত্রিক নির্বাচন, নির্বাচন সম্পর্কিত অধিকার তুলে ধরার ক্ষেত্রে একটি দেশের সংবিধান, আইন, বিধিবিধান ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে এবং নির্বাচনে জড়িত অন্যদেরও তা জানানোর আহ্বান জানাবে;

৫. পক্ষপাতহীন নির্বাচন কর্তৃপক্ষের সর্বক্ষেত্রে ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে এবং কোনো সময়েই নির্বাচনী প্রশাসনে অবৈধ বা অযথার্থভাবে হস্তক্ষেপ করা হবে না, পাশাপাশি পক্ষপাতহীন নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং ওই কর্মকর্তাদের অথবা নির্বাচনের শুদ্ধতা রক্ষায় জড়িত অন্যান্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের বৈধ নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে;

৬. অনুচিত বৈষম্য, অযৌক্তিক নিষেধাজ্ঞা, হস্তক্ষেপ অথবা ভয়ভীতি মুক্ত পরিবেশে অবাধে ভোটার ও সম্ভাব্য ভোটারদের প্রার্থী পছন্দ করতে পারার অধিকার রক্ষায় সহায়তা করতে হবে, যারমধ্যে থাকবে ব্যালটের গোপনীয়তা রক্ষা; নারী, তরুণ, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং চিরায়তভাবে অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ভোট দিতে পারার অধিকার রক্ষা, তারা যে ভাষায় ভালভাবে বুঝতে পারে সে ভাষায় পর্যাপ্ত ও নির্ভুল তথ্যপ্রদান যাতে তারা জেনেশুনে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্য থেকে পছন্দের সিদ্ধান্ত ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অন্যান্য বিষয়ে অংশ নিতে পারে;

৭. কঠোরভাবে পক্ষপাতমুক্ত থেকে সাহায্য করতে হবে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্বাচিত হওয়ার, অন্যায্য বৈষম্য বা অন্যান্য অযৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থেকে আইনি সহযোগিতা পাওয়া অথবা ব্যালটের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য থাকা, ভোটারদের সমর্থন আদায়ে অবাধে প্রচারণা চালানো, জনগণের সামনে তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরতে পারা অথবা অ্যাসোসিয়েশন, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও চলাচল করতে পারা, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সব দিকের ওপর নজরদারি এবং কার্যকর প্রতিকার চাওয়া ও একজন ব্যক্তি হিসেবে নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার রক্ষার;

৮. নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির জন্য আর যেসব নাগরিক সংস্থা এই ঘোষণাপত্র অনুমোদন করেছে তাদের ঘনিষ্টভাবে সহযোগিতা করা এবং আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের সঙ্গেও সহযোগিতা করা;

৯. সব পর্যবেক্ষণ ও প্রাপ্ততথ্যের রিপোর্ট পক্ষপাতহীন, নির্ভুল ও সময়মতো দিতে হবে, ইতিবাচক ও নেতিবাচক সবই স্থান পাবে তাতে, সঙ্গে থাকবে ঘটনাবলী যাচাই করার অনুমতির ক্ষেত্রে সৃষ্ট মারাত্মক সব সমস্যার পর্যাপ্ত ডকুমেন্ট এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ইতিবাচক দিকেরও ডকুমেন্ট যাতে ঘটনাবলীর পক্ষপাতহীন ও নির্ভুল বর্ণনা তুলে ধরা যায়; এবং

১০. সব পর্যবেক্ষক ও মনিটরদের যথেষ্ট উচ্চ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে যাতে তারা এই আচরণবিধি বুঝতে পারে এবং এরসঙ্গে থাকা অঙ্গীকারনামা ভালভাবে বুঝে তাতে সাক্ষর করতে হবে এবং আচরণবিধি মেনে চলা নিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে।

আচরণের এই দশটি পয়েন্ট জাতীয় পরিস্থিতির বিবেচনায় পরিবর্তন অথবা বাড়তি যোগ করা যাবে। প্রত্যেক নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও মনিটরকে এই আচরণবিধি পড়ে নির্দলীয় অবস্থা বজায় রাখার অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করা উচিত, যে অঙ্গীকারনামায় আচরণবিধির ধারাগুলো বিদ্যমান।

আচরণবিধি লঙ্ঘন ঘটেছে বলে মনে হলে অনুমোদনকারী সংস্থাটি তা তদন্ত করবে। তদন্তে মারাত্মক লঙ্ঘন প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক/মনিটরের অ্যাক্রিডিটেশন প্রত্যাহার বা অনুমোদনকারী সংস্থা থেকে তাকে বহিষ্কার করা হবে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার একমাত্র কর্তৃত্ব অনুমোদনকারী সংস্থাটির হাতে।

নির্দলীয় নির্বাচন নজরদারির অঙ্গীকারের নমুনা

বিকল্প শব্দ বন্ধনীর ভেতর দেওয়া হয়েছে; বিভিন্ন জাতীয় পেক্ষাপটে সবচেয়ে যথার্থ শব্দ ভিন্ন হতে পারে।

নির্বাচন নজরদারির অঙ্গীকার (শপথ)

আমি, নিম্ন সাক্ষরকারী, অঙ্গীকার (প্রতিশ্রুতি অথবা প্রতিজ্ঞা) করছি যে:

১. আমি আসন্ন নির্বাচনের সময়ে নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক অথবা মনিটর হিসেবে কাজ করব যে কাজ হবে ভোটার নিবন্ধন, প্রার্থীদের যোগ্যতা, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী বাছাই, প্রচারণা কার্যক্রম, গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ, ভোটপ্রদান অথবা ব্যালট গণনা ও সারণিকরণ প্রক্রিয়া অথবা নির্দলীয়ভাবে অন্য যে কোনো নজরদারির কাজ যে কাজ করতে আমি রাজি হয়েছি; আমি কোনো দলীয় কর্মকাণ্ডে জড়িত হবো না যার কারণে নির্বাচন এবং/অথবা গণভোটে ভোটারদের পছন্দের ওপর প্রভাব পড়তে পারে, এবং সব ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের ভূমিকাকে শ্রদ্ধা জানাব এবং কোনো সময়েই আইনবহির্ভুত বা অযার্থভাবে নির্বাচন এবং/অথবা গণভোটের প্রশাসনে হস্ক্ষেপ করব না;

২. আমি প্রার্থী নই কিংবা আসন্ন নির্বাচনে কোনো প্রার্থী, রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, আন্দোলন অথবা নির্বাচিত হতে ইচ্ছুক অন্য সংগঠনের কর্মীও নই, আসন্ন কোনো গণভোটের সমর্থনকারী ও বিরোধিতাকারী কর্মীও নই, আমি এই নির্বাচনে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক নই অথবা ভবিষ্যত কোনো নির্বাচনে আমার প্রার্থিতার পক্ষে কোনো নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বা নজরদারির নাগরিক সংস্থাকে কাজে লাগাবো না;

৩. আমি নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট সব কাজে পক্ষপাতহীন থেকে কঠোরভাবে নির্দলীয় অবস্থা বজায় রাখবো, প্রকাশ্যে কোনো প্রার্থী, রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, আন্দোলন অথবা নির্বাচিত হতে ইচ্ছুক অন্য সংগঠন অথবা গণভোট উদ্যোগের পক্ষে অথবা বিপক্ষে সমর্থন বা বিরুদ্ধাচারণ থেকে বিরত থাকব, এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বা তাদের এজেন্টদের কাছ থেকে সবধরনের সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব বা হুমকি প্রত্যাখ্যান করব;

৪. কে জিতবে বা হারবে তা বিবেচনায় না নিয়ে আমি প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার সমর্থনে আমি কাজ করব, যারা জনপ্রশাসনে নির্বাচিত হতে চায় অথবা গণভোটে যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে তার প্রতি আমি ব্যক্তিগত মতামত দূরে সরিয়ে রাখব যাতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এগিয়ে যায়, শুধু ভোটকেন্দ্রে বুথের ভেতর গোপনে নিজের ভোট দেওয়ার অধিকার চর্চার সময়েই এর ব্যাতিক্রম ঘটবে;

৫. আমার কোনো স্বার্থের সংঘাত নেই এবং এ ধরনের সংঘাত থেকে আমি বিরত থাকব তা সে ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা অন্য যে কিছুই হোক না কেন যাতে আমি আমার নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ অথবা নজরদারির কাজ পক্ষপাতহীন, নিখুঁত ও সময়মতো করতে পারি;

৬. আমি নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ/নজরদারি সংস্থাগুলোর শুদ্ধতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব ও তা রক্ষা করব এই আচরণবিধি অনুসরণ করার মাধ্যমে, সংস্থার নেতৃত্বের কাছ থেকে পাওয়া যে কোনো লিখিত নির্দেশাবলী (যেমন পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং প্রটোকল, নির্দেশ ও নির্দেশিকা) এবং যে কোনো মৌখিক নির্দেশাবলী পালন করার মাধ্যমে;

৭. নির্বাচন পর্যবেক্ষণ/নজরদারির সংস্থা কোনো বিবৃতি দেওয়ার আগে, আমি আমার পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমে বা জনগণের কারো সামনে মন্ব্য করা থেকে বিরত থাকব। সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকলে সংস্থার নেতৃত্বই তা করবে;

৮. আমি অভ্যন্রীণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ অধিবেশনে অংশ নেব, প্রশিক্ষণে তুলে ধরা নির্বাচনী আইন ও বিধিমালাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন আয়ত্ত্ব করতে সচেষ্ট হব এবং সংস্থার গৃহীত পদ্ধতি পুরোপরি মেনে চলব এবং আমার সর্বোচ্চ সামর্থ্যের ভিত্তিতে অভ্যন্রীণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির কাজ করব;

৯. নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক বা মনিটর হিসেবে আমি আমার সামর্থ্যে পর্যবেক্ষণ করা সব ঘটনা নির্ভুল ও পক্ষপাতহীনভাবে (ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়সহ) যতোটা সম্ভব সময়মতো রিপোর্ট করব; এবং

১০. আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির আচরণবিধি আমি সতর্কতার সঙ্গে পড়েছি ও পুরোপুরি উপলব্ধি করেছি; আমি এর লক্ষ্য ও নীতিমালা তুলে ধরতে এবং বিভিন্ন শর্ত মেনে চলতে রাজি। আমি আরো প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি যদি এমন সংঘাত গড়ে তুলি যাতে পক্ষপাতহীন ও নির্ভুলভাবে সময়মতো আমার নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বা নজরদারির দায়িত্ব পালন বাধাগ্রস্ত হবে অথবা যদি আমি আচরণবিধির পালনীয় বিষয়গুলো লঙ্ঘন করি তবে আমি নির্বাচন পর্যবেক্ষক বা নজরদারির ভূমিকা থেকে পদত্যাগ করব।

----------স্বাক্ষর----------তারিখ
----------বড় হাতের অক্ষরে নাম

অ্যানেক্স ১

২০১২'র ২৮ মার্চ পর্যন্ত যারা ঘোষণাপত্র অনুমোদন করেছে

আন্র্জাতিক ও আঞ্চলিক

গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব ডোমেস্টিক ইলেকশন মনিটরস (জিএনডিইএম)
অ্যাকুয়ের্দো দ্য লিমা/লিমা অ্যাকর্ড
এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস (এএনএফআরইএল)
ইউরোপিয়ান নেটওয়ার্ক অব ইলেকশন মনিটরিং অরগানাইজেশনস (ইএনইএমও)
রিজিউ আউস্ আফ্রিক পর লা সার্ভিলেন্স দেস ইলেকশনস (আরওএএসই)/ ওয়েস্ট আফ্রিকা ইলেকশন অবজারভারস নেটওয়ার্ক (ডব্লিওএইওএন)
সাউদার্ন আফ্রিকান ডেভেলপম্যান্ট কমিউনিটি ইলেকশন সাপোর্ট নেটওয়ার্ক (এসএডিসি ইএসএন)
এ ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য, নর্থ আফ্রিকা ও ইস্ট আফ্রিকা থেকে এই ঘোষণাপত্রের প্রচারে নেটওয়ার্কভিত্তিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

আফগানিস্পান
ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন ফাউন্ডেশন অব আফগানিস্পান (এফইএফএ)

আলবেনিয়া
কমিতেই শকিপতর হেলসিনকিত/আলবেনিয়ান হেলসিংকি কমিটি (এএইচসি)
শকাতা কিরিক আলবেনিয়া/কিরিক আলবেনিয়া এসোসিয়েশন
শকাতা পার কুলতুরে দেমোক্রাতিক/ সোসাইসিটি ফর ডেমোক্রেটিক কালচার (এসডিসি)

অ্যাঙ্গোলা
প্ল্যাতোফরমা ন্যাসনাল দ্য লা সোসিদাদ সিভিল অ্যাঙ্গোলেনা পারা লাস ইলেকসিওনেস(পিএনএএসসিএই)/
ন্যাশনাল প্ল্যাটফরম অব অ্যাঙ্গোলান সিভিল সোসাইটি ফর ইলেকশনস
রাদে ইলেতোরাল দো কুনেনি/ইলেকটোরাল নেটওয়ার্ক অব কুনেনি

আর্জেন্টিনা
পোদার সিউদাদানো/সিটিজেন পাওয়ার

আর্মেনিয়া
ইটস ইয়োর চয়েস (আইওয়াইসি)

আজারবাইজান
সেকিলেরিন মনিতরিনকি ভে দেমোক্রাতিয়ানিন তদিরিসি মারকেজি/ইলেকশন মনিটরিং এন্ড ডেমোক্রেসি স্টাডিজ সেন্টার (ইএমডিএস)

বাহরাইন
বাহরাইন ট্রান্সপারেন্সি সোসাইটি (বিটিএস)

বাংলাদেশ

কোঅর্ডিনেটিং কাউন্সিল ফর হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ (সিসিএইচআরবি)
ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং অ্যালায়েন্স (ফেমা)
গ্রিন হিল
জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ (জানিপপ) / ন্যাশনাল ইলেকশন অবজারভেশন কাউন্সিল
অধিকার

বলিভিয়া
বলিভিয়া ত্রান্সপারেন্সে (বিটি)/ ট্রান্সপারেন্ট বলিভিয়া

বসনিয়া এন্ড হারজেগোভিনা

সেন্ত্রি সিভিলনিহ ইনিচজাতিভা (সিসিআই)/ সেন্টার ফর সিভিক ইনিশিয়েটিভস

বুরকিনা ফাসো

সেন্টার আফ্রিকা ওবোতা-বুরকিনা ফাসো (সিএও-বিএফ)

কালেকতিফ দেভেননস সিতোইয়েস (সিডিইসি) / লেটস বিকাম সিটিজেনস কালেকটিভ

গ্রুপ দ'এতুদেস এত দি রিচার্চে সার লা দেমোক্রাতি এত লা দেভেলপমেন্ত একোনমিক এত সোসাল (জিইআরডিডিইএস) / রিসার্স এন্ড স্টাডি গ্রুপ অন ডেমোক্রেসি এন্ড ইকনোমিক এন্ড সোশাল ডেভেলপমেন্ট

লিগ পোর লা দিফেন্স দ্য লা জাস্সি এত দ্য লা লিবার্তে (এলআইডিইজেইএল) / জাস্টিস ফর লিবার্টি ডিফেন্স লিগ

মুভমেন্ত বুরকিনাবে দেস দরিত দ্য আই'হোম এত দেস পিউপলস (এমবিডিএইচপি) / বুরকিনাবে মুভমেন্ট ফর হিউম্যান এন্ড পিপলস' রাইটস

মুভমেন্ত বুরকিনাবে পোর আই'ইমারজেন্স দ্য লা জাস্সি সোশালে (এমবিইজেইউএস) / বুরকিনাবে মুভমেন্ট ফর দি ইমারজেন্স অব সোশাল জাস্টিস

রিজিউ দেস অরগাইজেশনস দ্য লা সোশিয়েতে সিভিল পোর লে দেভেলপমেন্ত (আরইএসওসিআইডিই)

বুরুন্ডি

কোয়ালিশন দ্য সোশিয়েতে সিভিল পোর লে মনিতরিং ইলেকতোরাল (সিওএসওএমই)/ সিভিল সোসাইটি কোয়ালিশন ফর ইলেকশন মনিটরিং

ক্যাম্বোডিয়া

কমিটি ফর ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশনস ইন ক্যাম্বোডিয়া (সিওএমএফআরইএল)

নিউট্রাল এন্ড ইমপারশিয়াল কমিটি ফর ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশনস ইন ক্যাম্বোডিয়া (এনআইসিএফইসি)

চিলি
করপোরাসিয়ন পারতিসিপা / পার্টিসিপেট

কলোম্বিয়া

মিশন দ্য অবজারভেসিয়ন ইলেকতরাল (এমওই) / ইলেক্টরাল অবজারভেশন মিশন

কোত দি'ভয়া

সেন্টার ফেমিনিস পোর লা দেমোক্রাতি এত লেস দ্রয়তস হিউমেইনস এন কোতে দি'ভয়া (সিইএফআইসি) / ওমেন'স সেন্টার ফর ডেমোক্রেসি এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন কোত দি'ভয়া

ক্লাব ইউনিয়ন আফ্রিকানে-কোত দি'ভয়া (ইউএসিআই) / আফ্রিকান ইউনিয়ন ক্লাব-কোত দি'ভয়া

কনভেনশন দ্য লা সোসিয়েতে সিভিল আইভরিনে (সিএসসিআই) / আইভরিয়ান সিভিল সোসাইটি কনভেনশন

মুভমেন্ত আইভরিয়েন দেস দ্রোয়েত হিউমেইনস (এমআইডিএইচ) /আইভরিয়ান হিউম্যান রাইটস মুভমেন্ট

ক্রোয়েশিয়া

জিওএনজি
ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব দ্য কঙ্গো

রিজিউ গউভারনেন্স ইকনোমিক এত দেমোক্রাতি (আরইজিইডি) / ইকনোমিক গভার্নেন্স এন্ড ডেমোক্রেটিক নেটওয়ার্ক

ডোমিনিকান রিপাবলিক

পারতিসিপেসিয়ন সিউদাদানা/ সিটিজেন পার্টিসিপেশন

ইকুয়েডর

করপোরেসিয়ন পারতিসিপেসিয়ন সিউদাদানা (সিপিসি) / সিটিজেন পার্টিসিপেশন

ইজিপ্ট

ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইনস্টিটিউশনালাইজেশন সাপোর্ট সেন্টার (ডিআইএসসি)
ইজিপশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য সাপোর্ট সেন্টার (ইএএসডি)
এল সালভাদর
ইনসিয়েতিভা সোশাল পারা লা দেমোক্রাসিয়া (আইএসদি) / সোশাল ইনিশিয়েটিভ ফর ডেমোক্রেসি

জর্জিয়া

জর্জিয়ান ইয়াং লইয়ার্স এসোসিয়েশন (জিওয়াইএলএ)
ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর ফেয়ার ইলেকশনস এন্ড ডেমোক্রেসি (আইএসএফইডি)

ঘানা

সেন্টার ফর ডেমোক্রেসি এন্ড ডেভেলপমেন্ট ঘানা (সিডিডি)

কোয়ালিশন অব ডোমেস্টিক ইলেকশন অবজারভারস (সিওডিইও)

গুয়েতেমালা

অ্যাসিয়ন সিউদাদানা (এসি) সিটিজেন অ্যাকশন

অ্যাসোসিয়েসিয়ন পারা এল দেসারোলো, লা অরগানাইজেসিয়ন, সার্ভিসিয়স ওয়াই এসতুদিয়স সোশিয়কালচারালেস (ডিওএসইএস) / অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশিওকালচারাল ডেভেলপমেন্ট, অরগাইজেশন, সার্ভিসেস এন্ড স্টাডিজ

সেন্ত্রো দ্য এসতুদিয়স দ্য লা কালচারা মায়া / সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব মায়ান কালচার

ফ্যাকালতেদ লাতিনোএমেরিকানা দ্য সিয়েনসিয়াস সোসালেস (এফএলএসিএসও)/ দ্য ল্যাটিন আমেরিকান স্কুল অব সোশাল সায়েন্সেস

ইনস্তিতিউতো সেন্ত্রোএমেরিকানো দ্য এসতিউদিয়স পলিতিকস (আইএনসিইপি) / সেন্ট্রাল আমেরিকান ইন্সটিটিউট ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজ

অরগানিজমো ইনদিগেনা পারা লা প্লানিফিকেসিয়ন দেল দেসারাল্লো- নালেব' / ইন্ডিজেনাস অরগাইজেশন ফর ডেভেলপমেন্ট প্লানিং-নালেব'

গিনি

কনসোর্টিয়ান দি'অবজারভেশন দেস ইলেকশনস (সিওই) কনসোর্টিয়াম ফর ইলেকশন অবজারভারভেশন

রিজিউ আফ্রিক জিউনেস দ্য গিনি (আরএজে-গি)/ আফ্রিকা ইয়্যথ নেটওয়ার্ক অব গিনি

হাইতি

কোনসিল ন্যাশনাল দি'অবজারভেশন দেস ইলেকশনস (সিএনও) ন্যাশনাল ইলেকশন অবজারভেশন কাউন্সিল

ইন্দোনেশিয়া

কমিউনিটি ফর এসিইএইচ রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (ই-সিএআরডি)

ফোরাম হিপপুনাম কেলমপক কেরজা ৩০ (পোকজা ৩০)

লেমবাগা পেনেলতিয়ান, পেনদিদিকান দান পেনেরানগান একোনোমি দান সোসাল (এলপিথ্রিইএস)/ ইনস্টিটিউট ফর সোশাল এন্ড ইকনোমিক রিসার্স, এডুকেশন এন্ড ইনফরমেশন

জর্ডান

আল-কুদস সেন্টার ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজ

আল-হায়াত সেন্টার ফর সিভিল সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট

আল-মাশরেক আল-জিহাদ সেন্টার ফর স্টাডিজ এন্ড রিসার্স

আম্মান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস স্টাডিজ (এসিএইচআরএস)

ইলেকশন নেটওয়ার্ক ইন দি আরব ওয়ার্ল্ড (ইএনএআর)

ন্যাশনাল সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস (এনসিএইচআর)

কাজাখস্তান

কাজাখস্তান ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো ফর হিউম্যান রাইটস (কেআইবিএইচআর)

পাবলিক ফাউন্ডেশন "লিবার্টি"

রিপাবলিকান নেটওয়ার্ক অব ইন্ডিপেনডেন্ট মনিটরস (আরএনআইএম)

কেনিয়া

ইলেকশন অবজারভেশন গ্রুপ (ইএলওজি)

ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশন ইন ডেমোক্রেসি (আইইডি)

ন্যাশনাল কাউন্সিল অব চার্চেস অব কেনিয়া (এনসিসিকে)

কিরগিজস্পন

অ্যাসোসিয়েশন "তাজা শাইলু"

কোয়ালিশন ফর ডেমোক্রেসি এন্ড সিভিল সোসাইটি

হিউম্যান রাইটস সেন্টার "সিটিজেনস অ্যাগেনিস্ট করাপশন" (সিএসি)
"ইন্টারবিলিম" ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার

লেবানন

লেবানিজ অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক ইলেকশনস (এলএডিই)

লাইবেরিয়া

লাইবেরিয়া ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এলডিআই)
ন্যাশনাল ইয়্যথ মুভমেন্ট ফর ট্রান্সপারেন্ট ইলেকশনস (এনএওয়াইএমওটিই)

ওয়েস্ট আফ্রিকা নেটওয়ার্ক ফর পিসবিল্ডিং- লাইবেরিয়া (ডব্লিউএএনইপি)

মেসিডোনিয়া

সিটিজেন অ্যাসোসিয়েশন এমওএসটি

মাদাগাস্কার

কমিতি ন্যাশনালে দি'অবজারভেশন দেস ইলেকশনস (কেএমএফ/সিএনওই) / ন্যাশনাল কমিটি ফর ইলেকশন অবজারভেশন

মালাওয়ি

ক্যাথলিক কমিশন ফর জাস্টিস এন্ড পিস (সিসিজেপি)
সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন (সিএইচআরপি)
মালাওয়ি ইলেক্টরাল সাপোর্ট নেটওয়ার্ক (এমইএসএন)

পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি (পিএসি)

মালয়েশিয়া

গাবানগান পিলিহানরায়া বারিশ দান আদিল (বারিশ ২.০) / কোয়ালিশন ফর ক্লিন এন্ড ফেয়ার ইলেকশনস

মালয়েশিয়ান ভোটার ইউনিয়ন (এমএএলভিইউ)

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ইলেক্টরাল ইন্টেগ্রিটি (এনআইইএল)

মালদ্বীপ

ট্রান্সপারেন্সি মালদ্বীপ (টিএম)

মালি

অ্যাসোসিয়েশন লেস নুভেলেস ইনিশিয়েটিভস আ মালি (ওএনজি এএনআই-মালি) / মালি নিউ ইনিশিয়েটিভস অ্যাসোসিয়েশন

রিজিউ দি'আপুই অ প্রসেসাস ইলেকতরাল আ মালি (এপিইএম) মালি ইলেক্টরাল প্রোসেস সাপোর্ট নেটওয়ার্ক

মেক্সিকো

অ্যালিয়াজা সিভিকা (এসি) / সিভিক অ্যালায়েন্স

মোলদোভা

কোমিতেতুল হেলসিংকি পেনত্রু দ্রেপতুরিল ওমুলই দিন রিপাবলিকা মোলদোভা (সিএইচডিওএম) / হেলসিংকি কমিটি ফর হিউম্যান রাইটস ইন মোলদোভা

অ্যাসোসিতিয়া প্রোমো-লেক্স অ্যাসোসিয়েশন / প্রোমো-লেক্স অ্যাসোসিয়েশন

মঙ্গোলিয়া

ওপেন সোসাইটি ফোরাম (ওএসএফ)

মন্টেনেগ্রো

সেন্তার জা দেমোক্রাতিজু আই লিজ্দএসকা প্রাভা (সিইডিইএম) / সেন্টার ফর ডেমোক্রেসি এন্ড হিউম্যান রাইটস

সেন্তার জা দেমোক্রাতিজু ত্রানজিসিজু (সিডিটি) / সেন্টার ফর ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশন

মরোক্কো
এল'এসোসিয়েশন তানমিয়া/ অ্যাসোসিয়েশন তানমিয়া

কালেকতিফ এসোসিয়েতিফ পোর আই'অবজারভেশন দেস ইলেকশনস (সিএওই) / অ্যাসোসিয়েশন ফর ইলেকশন অবজারভেশন
অরগাইজেশন মরোকেইন দেস দ্রোইতস দ্য আই'হোম (ওএমডিএইচ)/ মরোক্কান অরগাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস

মোজাম্বিক

অবজারভেতোরিও এলিতোরাল (ওই) / ইলেক্টরাল অবজারভেটরি

নেপাল

কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ইলেকশন অবজারভেশন জয়েন্ট ফোরাম (সিএইওএফ)

ফোরাম ফর প্রোটেকশন অব পাবলিক ইন্টারেস্ট (প্রো পাবলিক)

জেনারেল ইলেকশন অবজারভেশন কমিটি (জিইওসি)

গুড গভার্ননেন্স ফাউন্ডেশন (জিজিএফ)

ন্যাশনাল ইলেকশন মনিটরিং অ্যালায়েন্স (এনইএমএ)
ন্যাশনাল ইলেকশন অবজারভেশন কমিটি (এনইওসি)

নিকারাগুয়া

ইতিকা ত্রানসপারেনসিয়া / এথিকস এন্ড ট্রান্সপারেন্সি

নাইজার

অ্যাসোসিয়েশন নিইজেরিয়েন পোর লা দিফেন্স দেস দোইতস দ্য আ'হোম (এএনডিডিএইচ) / নাইজার অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ডিফেন্স অব হিউম্যান রাইটস

নাইজেরিয়া

সিভিল লিবার্টিস অরগানাইজেশন (সিএলও)
ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস এন্ড হিউম্যানিটেরিয়ান ল (আইএইচআরএইচএল)
জাস্টিস ডেভেলপমেন্ট এন্ড পিস / কারিতাস (জেডিপি/সি)

ট্রানজিশন মনিটরিং গ্রুপ (টিএমজি)

পাকিস্তান

ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন নেটওয়ার্ক (এফএএফইএন)
হিউম্যান রাইটস কমিশন অব পাকিস্তান (এইচআরসিপি)

পানামা

জাস্সিয়া ওয়াই পাজ / জাস্টিস এন্ড পিস

প্যারাগুয়ে

ডেসিদামোস, ক্যামপানা পোর লা এক্সপ্রেসিয়ন সিউদাদানা / উই ডিসাইড, ক্যাম্পেইন ফর সিটিজেন এক্সপ্রেশন

পেরু

ত্রান্সপারেন্সিয়া পেরু / ট্রান্সপারেন্সি পেরু

ফিলিপাইনস

ইনস্টিটিউট ফর পলিটিক্যাল এন্ড ইলেক্টরাল রিফর্ম (আইপিইআর)
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ফর ট্রুথফুল ইলেকশনস (এলইএনটিই)
ন্যাশনাল সিটিজেন' মুভমেন্ট ফর ফ্রি ইলেকশনস (এনএএমএফআরইএল)

রোমানিয়া

অ্যাসোসিয়েশিয়া প্রো দেমোক্রাতিয়া (এপিডি) / প্রো ডেমোক্রেসি অ্যাসোসিয়েশন
সেনত্রুয়াল পেনত্রু রেসার্স সিভিস/ সিভিক রিসোর্স সেন্টার

রাশিয়া

গোলোস অ্যাসোসিয়েশন

সেনেগাল

রেনকনত্রে আফ্রিকাইনে পোর লা দিফেন্স দেস দ্রোইতস দ্য আই'হোম (আরএডিডিএইচও) / আফ্রিকান অ্যাসেম্বলি ফর দ্য ডিফেন্স অব হিউম্যান রাইটস

সার্বিয়া

সেন্সার জা স্লোবোদন ইজবোর আই দেমোক্রাতিজু (সেসিড) / সেন্টার ফর ফ্রি ইলেকশনস এন্ড ডেমোক্রেসি

সিয়েরা লিয়ন

কাউন্সিল অব চার্চেস ইন সিয়েরা লিয়ন (সিসিএসএল)
ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ (এনইডব্লিউ)

স্লোভাকিয়া

এমইএমও ৯৮
অবসিয়ানসকে ওকো / সিভিক আই

সাউথ আফ্রিকা

সাউদার্ন আফ্রিকা ক্যাথলিক বিশপস' কনফারেন্স (এসএসিবিসি)

সাউথ সুদান

সুদানিজ নেটওয়ার্ক ফর ডেমোক্রেটিক ইলেকশনস (এসইউএনডিই)

শ্রীলঙ্কা

ক্যাম্পেইন ফর ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশনস (সিএএফএফই)
সেন্টার ফর মনিটরিং ইলেকশন ভায়োলেন্স (সিএমইভি)
পিপল'স অ্যাকশন ফর ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশনস (পিএএফএফআরইএল)

সুদান

সুদানিজ গ্রুপ ফর ডেমোক্রেসি এন্ড ইলেকশন (এসইউজিডিই)
তিমর লাসতে
কমিসাও জাস্সি ই পাজ / জাস্টিস এন্ড পিস কমিশন (জেপিসি)
অবজাভেতোরিও দা ইগরেজা পারা ওস অ্যাসান্সোস সোশালস (ওআইপিএএস) / চার্চ অবজাভেটরি ফর সোশাল অ্যাফেয়ার্স

টোগো
কনসারতেশন ন্যাশনালে দ্য লা সোসাইতে সিভিল (সিএনএসসি) / ন্যাশনাল কংগ্রেস অব সিভিল সোসাইটি

তিউনিশিয়া

ওয়াচ তিউনিশিয়া
ইউনেস সাঁ ফ্রঁতিয়ার্স / ইয়্যথ উইদাউট বডার্স
ওফিয়া নেটওয়ার্ক

উগান্ডা

অ্যান্টি-করাপশন কোয়ালিশন অব উগান্ডা (এসিসিইউ)
ডেমোক্রেসি মনিটরিং গ্রুপ (ডেমগ্রুপ)
ফাউন্ডেশন অব হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (এফএইচআরআই)

ইউক্রেন

কমিটি অব ভোটার্স অব ইউক্রেন (সিভিইউ)
সিভিল নেটওয়ার্ক ওপিওআরএ

ভেনিজুয়েলা

ফান্দাসিয়ন মোমেন্সো দ্য লা জেন্সে (এফএমজি) / দ্য পিপলস মোমেন্ট
ফাউন্ডেশন

পশ্চিম তীর / গাজা

প্যালেস্টাইন সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস (পিসিএইচআর)

ইয়েমেন

আল-আমান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কেয়ার অব ব্লাইন্ড ফিমেলস
ব্রাদার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সোশাল পিস (বিএডিএসপি)
ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর ডেভেলপিং সোসাইটি (এসওডিএস)
ন্যাশনাল ইয়্যথ সেন্টার

জাম্বিয়া

ফাউন্ডেশন ফর ডেমোক্রেটিক প্রসেস (এফওডিইপি)
সাউথ আফ্রিকা সেন্টার ফর কনস্ট্রাকটিভ রেজলিউশন অব ডিসপিউটস (এসএসিসিওআরডি)

জিম্বাবুয়ে

মিডিয়া মনিটরিং প্রজেক্ট জিম্বাবুয়ে (এমএমপিজেড)
জিম্বাবুয়ে ইলেকশন সাপোর্ট নেটওয়ার্ক (জেডইএসএন)

মার্চ ২৮, ২০১২ পর্যন্ত ঘোষণাপত্রের আন্তর্জাতিক সমর্থক

আন্তসরকারি সংস্থা

কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট

ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ

অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি এন্ড কোপারেশন ইন ইউরোপ, অফিস ফর ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনস এন্ড হিউম্যান রাইটস (ওএসসিই/ওডিআইএইচআর)

ইউনাইটেড ন্যাশনস সেক্রেটারিয়েট

বেসরকারি সংস্থা

দ্য কার্টার সেন্টার

সেন্টার ফর ইলেক্টরাল অ্যাসিসটেন্ট এন্ড প্রমোশন (সিএপিইএল)

ইলেক্টরাল ইনস্টিটিউট ফর সাসটেইনেবল ডেমোক্রেসি ইন আফ্রিকা (ইআইএসএ)

ইলেক্টরাল রিফর্ম ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসেস (ইআরআইএস)

ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যালনাল অ্যাফেয়ার্স (এনডিআই)

অ্যানেক্স ২

নাগরিক সংস্থাগুলোর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ইন্টারন্যাশনাল ডকুমেন্টস এর নন-এক্সক্লুসিভ লিস্ট

গ্লোবাল

- ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস (১৯৪৮)
- ইন্টারন্যাশনাল কাভন্যান্ট অন সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটস (১৯৬৬)
- ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন দি এলিমিনেশন অব অল ফর্মস অব রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন (১৯৬৫)
- কনভেনশন অন দ্য পলিটিক্যাল রাইটস অব উইম্যান (১৯৭৯)
- কনভেনশন অ্যাগেইনিস্ট করাপশন (২০০৩)
- কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব পারসনস উইথ ডিসঅ্যাবিলিটিস (২০০৬)
- ডিক্লারেশন অন দ্য রাইট এন্ড রেসপনসিবিলিটি অব ইনডিভিজ্যুয়ালস, গ্রুপস এন্ড অর্গানস অব সোসাইটি টু প্রমোট এন্ড প্রোটেক্ট ইউনিভার্সালি রিকগনাইজড হিউম্যান রাইটস এন্ড ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডমস ("ডিক্লারেশন অন হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস"; ইউএন ডক: এ/আরইএস/৫৩/১৪৪' ৮ মার্চ ১৯৯৯)
- জেনারেল কমেন্ট ২৫: দ্য রাইট টু পার্টিসিপেট ইন পাবলিক অ্যাফেয়ার্স, ভোটিং রাইটস এন্ড দ্য রাইট টু ইক্যুয়েল অ্যাকসেস টু পাবলিক সার্ভিস (আর্ট. ২৫) ইউএন হিউম্যান রাইটস কমিটি রে: আর্টিকল টুয়েন্টি ফাইভ অব দি ইন্টারন্যাশনাল কাভেন্যান্ট অন সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটস (১২ জুলাই ১৯৯৬)
- ইউএন কমিটি অন দি এলিমিনেশন অব ডিসক্রিমিনেশন অ্যাগেইনিস্ট উইম্যান, জেনারেল রিকমেনডেশন টুয়েন্টি থ্রি অন পলিটিক্যাল এন্ড পাবলিক লাইফ (১৯৯৭)
- গাইডিং প্রিন্সিপলস অন ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট (ইউএন ডক.ই/সিএন.৪/১৯৯৮/৫৩/অ্যাড.২)
- ডিক্লারেশন অন ক্রাইটেরিয়া ফর ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশনস অব দি ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (১৯৯৪)
- ডিক্লারেশন অব পিন্সিপলস ফর ইন্টারন্যাশনাল ইলেকশন অবজারভেশন এন্ড কোড অব কন্ডাক্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইলেকশন অবজারভারস (২৭ অক্টোবর ২০০৫)

আফ্রিকা - ইনক্লুডিং এইউ, ইসিওডব্লিউএএস এন্ড এসএডিসি

আফ্রিকান ইউনিয়ন

- আফ্রিকান চার্টার অন হিউম্যান এন্ড পিপলস' রাইটস (১৯৮১)
- প্রটোকল টু দি আফ্রিকান চার্টার অন হিউম্যান এন্ড পিপলস' রাইটস অন দ্য রাইটস অব উইম্যান ইন আফ্রিকা (২০০৩)
- আফ্রিকান চার্টার অন ডেমোক্রেসি, ইলেকশনস এন্ড গভার্নেন্স (২০০৭)
- আফ্রিকান ইউনিয়ন কনভেনশন অন প্রিভেনটিভ এন্ড কমবেটিং করাপশন (২০০৩)
- কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন এন্ড অ্যাসিসটেন্স অব ইন্টারনালি ডিসপ্লেসড পারসনস ইন আফ্রিকা (২০০৯- কাম্পালা কনভেনশন, এখনো কার্যকর হয়নি)

- অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি [আফ্রিকান ইউনিয়ন] ডিক্লারেশন অন দ্য প্রিন্সিপলস গভার্নিং ডেমোক্রেটিক ইলেকশনস ইন আফ্রিকা (২০০২)
- নিউ পার্টনারশিপ ফর আফ্রিকা'স ডেভেলপমেন্ট (এনইপিএডি) ডিক্লারেশন অন ডেমোক্রেসি, পলিটিক্যাল, ইকনমিক এন্ড কপপোরেট গভার্ননেন্স (২০০২)

ইকনমিক কমিউনিটি অব ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস

- ইকনমিক কমিউনিটি অব ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস (ইসিওডব্লিওএএস) প্রটোকল অন ডেমোক্রেসি এন্ড গুড গভার্ননেন্স সাপ্লিমেন্টারি টু দ্য প্রটোকল রিলেটিং টু দ্য ম্যাকানিজম ফর কনফ্লিক্ট প্রিভেনশন, ম্যানেজমেন্ট, রিজলিউশন, পিসকিপিং এন্ড সিকিউরিটি (২০০১)

সাউদার্ন আফ্রিকা ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি

- সাউদার্ন আফ্রিকা ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি (এসএডিসি) প্রিন্সিপলস এন্ড গাইডলাইনস গভার্ননিং ডেমোক্রেটিক ইলেকশনস (২০০৪)
- নর্মস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস ফর ইলেকশনস ইন দ্য এসএডিসি রিজিয়ন অ্যাডপটেড বাই দ্য সাউদার্ন আফ্রিকা ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি পার্লামেন্টারি ফোরাম (২০০১)
- প্রিন্সিপলস ফর ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট, মনিটরিং এন্ড অবজারভেশন ইন দ্য এসএডিসি রিজিয়ন (৬ নভেম্বর ২০০৩, জোহানেসবার্গ, সাউথ আফ্রিকা; ইলেক্টরাল কমিশনস ফোরাম এন্ড ইলেক্টরাল ইনস্টিটিউট অব সাউদার্ন আফ্রিকা- ইআইএসএ)

দি আমেরিকাস

- আমেরিকান কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটস (১৯৬৯)
- আমেরিকান ডিক্লারেশন অব দ্য রাইটস এন্ড ডিউটিস অব ম্যান (১৯৪৮)
- ইন্টার-আমেরিকান কনভেনশন অন গ্রান্টিং অব পলিটিক্যাল রাইটস অব উইম্যান (১৯৪৮)
- ইন্টার- আমেরিকান কনভেনশন অ্যাগেইনিস্ট করাপশন (১৯৯৬)
- ইন্টার-আমেরিকান ডেমোক্রেটিক চার্টার (২০০১)

এশিয়া

- চার্টার অব দ্য সাউদার্ন এশিয়ান নেশনস (আসিয়ান-২০০৭)
- টার্মস অব রেফারেন্স অব আসিয়ান ইন্টারগভার্নমেন্টাল কমিশন অন হিউম্যান রাইটস (এআইসিএইচআর) (২৩ অক্টোবর ২০০৯- চা-আম হিম ডিক্লারেশন অন ইনাগরেশন অব দি এআইসিএইচআর)
- ভিশন অব এ ব্লুপ্রিন্ট ফর আসিয়ান ডেমোক্রেসি ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশনস বাই এএনএফআরইএল (২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, চা-আম, থাইল্যান্ড)

ইউরোপ-ইনক্লুডিং দ্য সিওই, ইইউ, ওএসসিই এন্ড সিআইএস

কাউন্সিল অব ইউরোপ

- [ইউরোপিয়ান] কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন অব হিউম্যান রাইটস এন্ড ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডমস (১৯৫০, অ্যাজ অ্যামেন্ড বাই প্রটোকল ফরটিন, এন্টারড ইনটু ফোর্স ওয়ান জুন, টু থাউজেন্ড টেন)
- [ফার্স্ট] প্রটোকল টু দি [ইউরোপিয়ান] কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন অব হিউম্যান রাইটস এন্ড ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডমস (১৯৫২)
- ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন অব ন্যাশনাল মাইনোরটিস (১৯৯৫)
- ইউরোপিয়ান চার্টার অব লোকাল সেলফ-গভার্নমেন্ট (১৯৮৫)

- ইউরোপিয়ান কমিশন অন ডেমোক্রেসি থ্রু ল (ভেনিস কমিশন) কোড অব গুড প্রাকটিস ইন ইলেক্টরাল ম্যাটার্স (২০০২)

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

- চার্টার অব ফান্ডামেন্টাল রাইটস অব দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (২০০০)
- কটোনোউ এগ্রিমেন্ট বিটুইন দি ইইউ এন্ড দি আফ্রিকান, ক্যারিবিয়ান এন্ড প্যাসিফিক স্টেটস (এসিপি) (২০০০)

অরগাইজেশন ফর সিকিউরিটি এন্ড কোপারেশন ইন ইউরোপ

- ডকুমেন্ট অব দ্য কোপেনহ্যাগেন মিটিং অব দ্য কনফারেন্স অন দ্য হিউম্যান ডাইমেনশন অব দ্য সিএসসিই [ওএসসিই] (২৯ জুন ১৯৯০, কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক)
- অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি এন্ড কোপারেশন ইন ইউরোপ (ওএসসিই) চার্টার অব প্যারিস ফর অ্যা নিউ ইউরোপ (১৯৯০)

কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস

- কনভেনশন অব দ্য কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস অব হিউম্যান রাইটস এন্ড ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডমস (১৯৯৫)
- কনভেনশন অন দ্য স্টান্ডার্ডস অব ডেমোক্রেটিক ইলেকশনস, ইক্যুয়েল রাইটস এন্ড ফ্রিডমস অব দ্য মেম্বার স্টেটস অব দ্য কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেটস (২০০২)

দ্য কমনওয়েলথ

- ডিক্লারেশন অব কমনওয়েলথ প্রিন্সিপলস (১৯৭১)
- দ্য হারারে কমনওয়েলথ ডিক্লারেশন (১৯৯১)
- মিলব্রুক কমনওয়েলথ অ্যাকশন প্রোগ্রাম অন দ্য হারারে ডিক্লারেশন (১৯৯৫)

দ্য লিগ অব আরব স্টেটস এন্ড দি ইসলামিক কনফারেন্স

- আরব চার্টার অন হিউম্যান রাইটস, লিগ অব আরব স্টেটস (২০০৪)
- কায়রো ডিক্লারেশন অন হিউম্যান রাইটস ইন ইসলাম, ইসলামিক কনফারেন্স (১৯৯০)

আদার রিলেভেন্ট ডকুমেন্টস

- দ্য জাগরেব কমিটমেন্টস ট অ্যা কমন অ্যাপ্রচ টু ডোমেস্টিক ইলেকশন অবজারভেশন ইন দি ওএসসিই রিজিয়ন (২৯ জুন ২০০৩, জাগরেব, ক্রোয়েশিয়া)
- কনফারেন্স ডিক্লারেশন অব দি ইউরোপিয়ান ডোমেস্টিক অবজারভার ফোরাম (২ জুন ২০০৩, জাগরেব, ক্রোয়েশিয়া)
- ড্রাফট ডিক্লারেশন অব প্রিন্সিপলস ফর ডোমেস্টিক ইলেকশন অবজারভেশন (২৯ জানুয়ারি ২০০৯, বাই দ্য ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন নেটওয়ার্ক- এফএএফইএন, পাকিস্তান)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নাগরিক সংস্থাগুলোর জন্য নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি এবং আচরণবিধির বিশ্বজনীন নীতিমালার ঘোষণাপত্রটি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব ডোমেস্টিক ইলেকশন মনিটরস (জিএনডিইএম) এর উদ্যোগে নেওয়া একটি প্রক্রিয়ার ফসল। এতে সহযোগিতা করেছে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) ও জাতিসংঘের ইলেক্টোরাল অ্যাসিসটেন্স ডিভিশন (ইউএনইএডি)। এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয় অভ্যন্তরীণ নির্দলীয় নির্বাচন নজরদারি সংস্থাগুলোর আঞ্চলিক নেটওয়ার্কগুলোর প্রতিনিধিরা এবং একইসঙ্গে যেসব স্থানে আনুষ্ঠানিকভাবে নেটওয়ার্ক নেই, সেখানে তা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

প্রতিনিধিরা একটি ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ গঠন করে যেটি প্রস্তুতিমূলক যথেষ্ট পরিমান ম্যাটেরিয়াল পর্যালোচনা করে দেখে, যার মধ্যে ছিল প্রাসঙ্গিক অনেক চুক্তি ও আঞ্চলিক সনদ, ঘোষণাপত্রসহ নানা দলিল এবং ইন্টারন্যাশনাল ইলেকশন অবজারভেশন এর জন্য ২০০৫ সালে গৃহীত নীতিমালার ঘোষণাপত্র ও আচরণবিধি। ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ এরপর ২০১০ সালের ২৪-২৫ মে সাউথ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে মিলিত হয় এবং ২৫ মে ২০১০ সালে জোহানেসবার্গ ড্রাফট ডিক্লারেশন অব প্রিন্সিপলস ফর নন-পার্টিজান সিটিজেন ইলেকশন অবজারভারস এন্ড মনিটরস (ড্রাফট ডিক্লারেশন) তৈরি করে। ওই বৈঠকের সহ আয়োজক ছিল সাউদার্ন আফ্রিকা ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি ইলেকশন সাপোর্ট নেটওয়ার্ক (এসএডিসি-ইএসএন)।

ড্রাফট ডিক্লারেশনটি (খসড়া ঘোষণাপত্র) এরপর মন্তব্য ও পরিবর্তন প্রস্তাবের জন্য একযোগে জিএনডিইএম'র ১২৫ সদস্যের সবার কাছে পাঠানো হয়। অভ্যন্তরীণ নির্বাচন নজরদারির প্রত্যেকটি আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক এর সদস্যদের কাছে ড্রাফট ডিক্লারেশনটি বিতরণ করে, অন্যদিকে জিএনডিইএম বিতরণ করে জিএনডিইএম'র সদস্যদের কাছে যারা আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের অংশ নয়। স্ব স্ব নেটওয়ার্ক মন্তব্য সংগ্রহ করে একত্র করে এবং ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ সব মন্তব্য পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে ড্রাফট ডিক্লারেশনে যথাযথ পরিবর্তন ঘটায়। সংশোধিত টেক্সট এরপর নেটওয়ার্কগুলোর পতিনিধিরা খতিয়ে দেখে এবং মতৈক্যের ভিত্তিতে চূড়ান্ত টেক্সট গৃহীত হয়।
ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট গ্রুপে জিএনডিইএম'র যেসব সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ।

<u>আফ্রিকান নেটওয়ার্কস এন্ড নেটওয়ার্ক ইনিশিয়েটিভ</u>

মালাওয়ি ইলেক্টরাল সাপোর্ট নেটওয়ার্ক (এমইএসএন) থেকে স্টিভ দুওয়া ও অ্যালোয়সিয়াস নথেন্ডা। তারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন এসএডিসি-ইএসএন এর। এমইএসএন চক্রাকার পদ্ধতিতে বর্তমানে এসএডিসি-ইএসএন'র সভাপতিত্বকারী যেখানে যুক্ত হয়েছে ১৪টি এসএডিসি দেশের নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির নাগরিক সংস্থাগুলো।

জিম্বাবুয়ের ইলেকশন সাপোর্ট নেটওয়ার্কের (জেডইএসন) বারবারা নিয়ানগরি ও রিনদাই চিপফানদে ভাভা, এই নেটওয়ার্কটি এসএডিসি-ইএসএন'র সচিবালয় হিসেবে কাজ করে, একইসঙ্গে এসএডিসি-ইএসএন'র প্রতিনিধিত্বও করে।

ঘানা সেন্টার ফর ডেমোক্রেটিক ডেভেলপমেন্ট/কোয়ালিশন অব ডোমেস্টিক ইলেকশন অবজারভারস (সিওডিইও) এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন কাজো আসানতে, সংস্থাটি ঘানায় নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরাদারি করে। এ ছাড়া এটি ওয়েস্ট আফ্রিকায় নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির সংস্থাগুলোর একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায়ও নিয়োজিত ছিল। এই উদ্যোগের ফলে ওয়েস্ট আফ্রিকার ১১টি দেশের সদস্য সংস্থা নিয়ে ওয়েস্ট আফ্রিকা ইলেকশন অবজারভারস নেটওয়ার্ক (ডব্লিউএইওএন) গড়ে উঠেছে।

ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশন ইন ডেমোক্রেসি'র (আইইডি) নির্বাহী পরিচালক পিটার অ্যালিং'ও। এই সংস্থা কেনিয়ায় নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি করে এবং এটি হর্ন ও ইস্ট আফ্রিকায় নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি সংস্থাগুলোর একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছে।

এশিয়া

থাইল্যান্ডের সঞ্জয় গাথিয়া এবং ফিলিপাইনের দামাসো জি ম্যাগবুয়াল। এরা এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনের (এএনএফআরইএল) প্রতিনিধিত্ব করেছেন যেটি এশিয়াজুড়ে ২১ টি নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি সংস্থা নিয়ে গঠিত।

ইউরোপ ও ইউরেশিয়া

ইউরোপিয়ান নেটওয়ার্ক অব ইলেকশন মনিটরিং অরগানাইজেশন'র (ইএনইএমও) সেক্রেটারি জেনারেল এবং মেসিডোনিয়ার সিটিজেন অ্যাসোসিয়েশন মোস্ট এর এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর দারকো আলেকসভ, প্রতিনিধিত্ব করেছেন ইএনইএমও'র। ইএনইএমও'র মধ্যে রয়েছে সেন্টাল ও ইস্টার্ন ইউরোপ এবং ইউরেশিয়ার ২২টি অভ্যন্রীণ নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নজরাদারি সংস্থা।

ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান

পেরুর নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা ত্রান্সপারেন্সিয়া'র এমি দেকার ও পারসি মেদিনা। প্রতিনিধিত্ব করেছেন লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের ১৮টি নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থার নেটওয়ার্ক অ্যাকুয়ের্দো দ্য লিমা'র। আরো প্রতিনিধিত্ব করেছেন এনডিআই ও সেন্টার ফর ইলেক্টরাল অ্যাসিসটেন্স এন্ড প্রমোশন/সেন্ত্রো দ্য অ্যাসেসোরোইয়া ওয়াই প্রমোসিয়ন ইলেক্টরাল (সিএপিইএল) এর।

মধ্যপ্রাচ্য

নাবিল হাসান প্রতিনিধিত্ব করেছেন লেবানিজ অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক ইলেকশনস (এলএডিই) এর। এটি লেবাননে নির্দলীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে এবং মধ্যপ্রাচ্য ও নর্থ আফ্রিকায় নির্দলীয় নির্বাচন নজরদারি সংস্থাগুলোর একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সহযোগিতা ও অন্যান্য অবদান রেখেছেন যারা

ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট গ্রুপের জোহানেসবার্গ বৈঠকের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাগজপত্র তৈরি করেন এনডিআই'র সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট ও ডাইরেক্টর অব ইলেক্টরাল প্রোগ্রামস প্যাট্রিক মার্লো। এবং তিনি ঘোষণাপত্রের চূড়ান্ত টেক্সটের প্রতি মতৈক্য গড়ে তোলায়ও সহযোগিতা করেন।

রিচার্ড ক্লেইন, এনডিআই'র ইলেক্টরাল প্রোগ্রামসের এই সিনিয়র অ্যাডভাইজার প্যাট্রিক মার্লোর সঙ্গে ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট গ্রুপের জোহানেসবার্গ বৈঠকে সহযোগিতা করেন এবং বৈঠকের ব্যাকগ্রাউন্ড ডকুমেন্ট তৈরিতে অবদান রাখেন।

ইউএনইএডি'র এন্ড্রু ব্রুস ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট গ্রুপের জোহানেসবার্গ বৈঠকে উপস্থাপন করা ব্যাকগ্রাউন্ড ডকুমেন্ট তৈরিতে অবদান রাখেন এবং ঘোষণাপত্রের প্রাথমিক খসড়ায় মন্ব্য করেন। এরপর ওই খসড়াটি আরো মন্যব্যের জন্য জিএনডিইএম সদস্যদের কাছে বিতরণ করা হয়। এন্ড্রু ব্রুস এছাড়াও টেক্সট চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে মতৈক্য গড়ে তোলার চূড়ান্ত প্রক্রিয়ায়ও অবদান রাখেন।

ইএনইএও'র সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল ও বর্তমানে সিভিক আই'র এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর পিটার নভোটনি ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট গ্রুপের জোহানেসবার্গ বৈঠকে লিখিত মন্ব্য তুলে ধরেন। সিভিক আই স্লোভাকিয়ায় নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন মনিটর করে।